এবার ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

সারে-জমিন

বিজেপি দলটাই জালি: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসী বাংলা

কেজরিওয়ালের মুক্তি কি 'ইন্ডিয়া' জোটকে সুবিধা দেবে

সম্পাদকীয়

বাংলার প্রথম ও একমাত্র মহিলা নবাব

রবি-আসর

আইপিএল: পন্থের ৩০ আর গিলের ২৪ লাখ টাকা জরিমানা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১২ মে, ২০২৪
২৯ বৈশাখ ১৪৩১
৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 128 ■ Daily APONZONE ■ 12 May 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদির লক্ষ্য 'এক দেশ, এক নেতা' নীতি নিশ্চিত করা: কেজরি

আপনজন ডেস্ক: প্রচারের জন্য জামিনে ছাড়া পেয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির (আপ) আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়ে দিলেন, শুধু বিরোধী দলের নেতাদেরই নন, আবার ক্ষমতায় এলে নরেন্দ্র মোদি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজনীতিও শেষ করে দেবেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোদি তাঁর দলের প্রভাবশালী নেতাদের প্রত্যেককে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। সরিয়ে দিয়েছেন লালকৃষ্ণ আদভানি, মুরলি মনোহর যোশি, শিবরাজ চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, মনোহরলাল খাট্টার, রমণ সিংদের। এবার জিতলে দু মাসের মধ্যে সরিয়ে দেবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথকেও।
কেজরিওয়াল বলেন, মোদির লক্ষ্য 'এক দেশ, এক নেতা' নীতি নিশ্চিত করা। শুক্রবার শর্তাধীন জামিন পাওয়ার পর শনিবার সকাল থেকেই কেজরিওয়াল তাঁর রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেন।
সকালে কনট প্লেস এলাকায় এক প্রাচীন মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর তিনি দলীয় দপ্তরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। বিরোধী নেতাদের সাবধান করে দিয়ে কেজরিওয়াল

সেখানে বলেন, 'মোদি বিরোধীদের শেষ করে দিতে চাইছেন। আমাদের মন্ত্রীদের জেলে ঢুকিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জেলবন্দী করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের মন্ত্রীদের আটক করেছেন। বিজেপি আবার জিতলে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএমকের এম কে স্ট্যালিন, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সিপিএমের পিনারাই বিজয়ন, উদ্ধব ঠাকরেসহ বিরোধী নেতাদেরও জেলে পুরবেন। ওদের ছকটা এই রকম, প্রথমে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে ঢোকাও, তারপর সরকার ফেলে দাও।' মোদি আপের মতো দলকে একেবারে শেষ করে দিতে চাইছে, দাবি করে কেজরিওয়াল বলেন, আমাদের দলটা ছোট। মাত্র দুটি রাজ্যে ক্ষমতায়। কিন্তু এই ছোট্ট দলকেও ছেড়ে দিতে মোদি চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না।

রাজ্যপালের পদত্যাগ দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের পদত্যাগ দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, আমি মনে করি তার পাশে বসা পাপ।রাজভবনের এক মহিলা চুক্তিভিত্তিক কর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনার কয়েকদিন পরেই ২ মে ওই চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ।
শনিবার দুপুরে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বড়গাছিয়া হসপিটাল গ্রাউন্ডে মমতা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'সম্পাদিত' সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর অভিযোগ করেন। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সপ্তগ্রাম বিধানসভার ডানলপ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসুর পদত্যাগ করা উচিত। তিনি নারীদের নির্যাতন করেছেন। কেন তিনি পদত্যাগ করবেন না, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। রাজ্যপাল রাজভবনের সম্পাদিত সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছেন। আমি পুরো ভিডিওটি দেখেছি এবং এর বিষয়বস্তু মর্মান্তিক।
তিনি বলেন, উনি যদি আমাকে রাজভবনে ডাকেন, আমি যাব না। তিনি যদি আমাকে রাস্তায় দেখা করার জন্য ডাকেন, আমি তা করব। কিন্তু ঘটনার কথা শোনার পর পাশে বসাটাও পাপ।
অভিযোগ অস্বীকার করে রাজ্যপাল আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'নোংরা রাজনীতি' করার অভিযোগ তুলেছিলেন। রাজ্যপাল বলেন, আমি সবসময় অবস্থান নিয়েছি যে তার রাজনীতি আমার চায়ের কাপ নয় এবং আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে যে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে, তার জন্যই বলতে বাধ্য হচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি নোংরা। তবুও, আমি তাকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। কিন্তু এটি এমনকি ঈশ্বরের পক্ষেও কঠিন।
রাজ্যপালের সম্মানিত অফিসের প্রতি এই 'দিদিগিরি' আমি কখনই মেনে নেব না। রাজভবনের এক চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মী গত সপ্তাহে কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, ২৪ এপ্রিল ও ২ মে রাজ্যপালের বাড়িতে রাজ্যপাল দ্বারা শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ খণ্ডনে গত ৯ মে রাজভবনের একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়েছিলেন রাজ্যপাল।
২ মে বিকেল ৫.৩২ থেকে ৬.৪১ পর্যন্ত মূল গেটে অবস্থানরত দুটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ রাজভবনের নিচতলায় সেন্ট্রাল মার্বেল হলে নির্বাচিত লোক ও সাংবাদিকদের দেখানো হয়েছিল। প্রথম ফুটেজে দেখা যায়, জিন্স প্যান্ট ও টপ পরিহিত ওই কর্মী সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য রাজ্যভবন চত্বরে মোতায়েন থাকা পুলিশ ফাঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছেন।

ইভিএমের বোতাম এখানে টিপবেন, আর ভূমিকম্পটা দিল্লিতে হবে: অভিষেক

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: ১৩ ই মে চতুর্থ দফা লোকসভা ভোটের একেবারে শেষ মুহূর্তে শনিবার বিকালে বর্ধমান-২ ব্লকের রামনগর খেলার মাঠ থেকে হাট-গোবিন্দপুর পর্যন্ত বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদের সমর্থনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির মিছিলে হাজারো মানুষের সমাগম ঘটে। মেঘলা আকাশ ও দুর্যোগের মধ্যেও কর্মী-সমর্থক ও জনতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক ও প্রার্থী কীর্তি আজাদকে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুড খোলা গাড়িতে দীর্ঘ প্রায় ৩ কিলোমিটার মিছিল করে হাট-গোবিন্দপুর হাট-তলায় পৌঁছান। কেউ কেউ অতি ভালোবাসার আবেগে হাতের ইশারায় উড়ন্ত চুম্বন ছুঁড়ে দেন অভিষেকের দিকে। তিনিও এত মানুষের সমর্থন, উৎসাহ ও ভালোবাসা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে গোলাপের পাপড়িও ছুঁড়ে দেন। এত মানুষের সমর্থন ও উৎসাহ দেখে জেতার ব্যাপারে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।
শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিজেপির ভাওতাবাজির বিরুদ্ধে বলেন, এরা মানুষকে ভাতে মারতে চায়, পেটে মারতে চায়। তিনি ব্যাপক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, ১০ বছর আগে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল আজ বহুগুণ তা বহু গুণ বেড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তফসিলি মায়েদের লক্ষীর ভান্ডারে দিচ্ছে বারোশো টাকা, আর মোদীজি গ্যাস দিয়ে বারোশো টাকাটাও নিয়ে নিচ্ছে। তৃণমূল সরকার মায়েদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে হাজার বারোশো করে দিচ্ছে, ফ্রিতে রেশন দিচ্ছে আর বিজেপি সরকার গ্যাস দিয়ে সেই টাকা নিয়ে নিচ্ছে। ভাবুন। এরপরই তিনি ১০০ দিনের কাজের টাকা ,আবাস যোজনার ঘরের টাকা আটকে রাখা, প্রত্যেকের একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ঢোকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে শুরু করে বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে তফসিলি, দলিত, সংখ্যালঘু সহ নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানান। এরপরে তিনি সন্দেশখালি ঘটনা নিয়ে বিজেপির ষড়যন্ত্রকে কটাক্ষ করে বলেন, শুধুমাত্র কটা ভোটের জন্য বাংলার ১০ কোটি মানুষকে ১৪০ কোটি মানুষের কাছে সন্দেশখালি করে ছোট করেছে। ২০০০ টাকা করে এক একটা মহিলাকে দিয়ে বলেছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো ধর্ষণের অভিযোগ দাও। নইলে এদেরকে তোলানো যাবে না। এ কথা আমি বলছি না, বিজেপি মন্ডলের সভাপতি বলেছে।

সন্দেশখালি থাকলেও নেই শাজাহান, বিজেপির ফায়দা তোলা কঠিনের মুখে

রফিকুল হাসান ● সন্দেশখালি থেকে ফিরে

আপনজন: বসিরহাট লোকসভার মধ্যে পড়ে সন্দেশখালি বিধানসভা। আর এই সন্দেশখালি বিধানসভার মধ্যে রয়েছে সন্দেশখালি ১ ও সন্দেশখালি ২ ব্লক। বর্তমানে সন্দেশখালি বিধানসভা তৃণমূলের দখলে, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। কিন্তু এই সন্দেশখালির একদা 'বেতাজ বাদশা' ছিলেন শেখ শাজাহান। আর এই শাজাহানের ডান হাত ও বা হাত ছিল যথাক্রমে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা। সঙ্গে ছিল তাঁদের অনেক সাঙ্গপাঙ্গ। মূলত এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অন্যের জমি জোর করে দখল করে নেওয়া। মহিলাদের উপর রাতের অন্ধকারে পাশবিক অত্যাচার করা। জোর করে তোলা আদায় প্রভৃতি।
সাহাজানের ভূমিকা ও জমি দখল: তবে উপরে উল্লেখিত কাজে শাজাহানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কতটা রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেননা সন্দেশখালি ১ ব্লক এলাকায় থাকতেন শেখ শাজাহান। আর এই সমস্ত অভিযোগ সন্দেশখালি ২ ব্লকের সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবচেয়ে বেশি হলেও দুই ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় কম বেশি অভিযোগ রয়েছে। মূলত জেলিয়াখালি দ্বীপ অঞ্চল, বেড়মজুর ১ ও ২ অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, দুর্গামণ্ডপ অঞ্চলে কম বেশি অভিযোগ রয়েছে।
বলাবাহুল্য, এই এলাকার আকুঞ্জি পাড়া সহ বেশ কিছু এলাকায় বহুযুগ আগে জমিদার সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। তাদের কয়েকশো একর জমি ছিল এই এলাকায়। বাম আমলে সেইসব জমি বর্গা পাট্টা হয়ে যায়। বর্তমানে সেইসব জমি ওই এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়, এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের দখলে ছিল। অভিযোগ সেই সব জমির মধ্যে বর্গা জমি গুলো স্থানীয় বিএলআরওদের সহযোগিতায় শাজাহান শেখ ও তাঁর লোকজন এভাবেই কয়েকশো বিঘা জমি তাঁদের নামে করে নিয়েছে।
আসলে ক্ষমতায় থেকে শেখ শাজাহান জমি দখল করলেও কতটা জমি নিজের নামে দখল করেছে সেটা তদন্তের বিষয়। তবে এক্ষেত্রে শাজাহানের নাম ভাঙিয়ে তাঁর ভাই শেখ সিরাজ বিঘার পর বিঘা জমি নিজের করে নিয়েছে। উত্তম সর্দারও সন্দেশখালি দ্বীপ এলাকায় বহু জমি দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। জমি দখলের অভিযোগে শেখ শাজাহানের বিরুদ্ধে উঠলেও নারী নির্যাতনের কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি তার বিরুদ্ধে। তবে এলাকার মানুষের থেকে জানা গেল

সন্দেশখালি/১

শেখ শাজাহানের হাত ধরে বহু মসজিদ, মাদ্রাসায় সহযোগিতা এবং মন্দিরের কাজে ও সরবেড়িয়া শ্মশান ঘাট তৈরিতে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।
সরবেড়িয়া হাই স্কুলের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আরশাদ মিঞার ঘাট সংলগ্ন ভাটার মধ্যে তিনি নিজ উদ্যোগে স্কুল গড়েছিলেন। শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া ভাটা শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার জন্যই হয়তো তাঁর এই উদ্যোগ ছিল।
বিগত দিনে আগরআটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান থাকাকালীন সময়ে ভালো কাজের জন্য দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কারও নিয়েছিলেন শেখ শাজাহান। প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী হিসাবে সেসময়ে শুভেচ্ছা বার্তাও জানিয়েছিলেন। তবে এলাকার একটা বৃহৎ অংশের মানুষের মনে শেখ শাজাহান জায়গা করে নিলেও কিছু মানুষের কাছে তিনি 'ত্রাস' ছিলেন। এর পিছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক কিছু কারণ রয়েছে।
নারী নির্যাতন: সম্প্রতি সন্দেশখালির মহিলারা এই নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মহিলাদের উপর এই অত্যাচার নিন্দনীয়। তবে মূলত ধামাখালী থেকে নদীর ওপারে সন্দেশখালি দ্বীপের মহিলারাই এখনো সরব নারী নির্যাতনের বিষয় নিয়ে। অভিযোগ রাতের অন্ধকারে মহিলাদের নানা জায়গায় নিয়ে যেত, চলত তাঁদের উপর নারকীয় অত্যাচার। তবে একাজে সিদ্ধহস্ত ছিল উত্তম সর্দার। উত্তমের সাঙ্গপাঙ্গরা নদীর ওপারেই এসব মন্দ কাজ করত। আর সবটাই চলত শেখ শাজাহানের নাম ভাঙিয়ে, এমন দাবিও নদীর এপারে ধামাখালিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। উত্তম সর্দারই মূলত নারী নির্যাতনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই বিষয়ে শেখ শাজাহানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সামনে আসে নি।
আসলে সন্দেশখালি দ্বীপের বাসিন্দাদের একটা বৃহৎ অংশ এসসি সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস। আর শাজাহান নামের লোকটা এই সব মহিলাদের উপর অত্যাচার করতো এই হওয়া তুলে ফায়দা নিতে চেয়েছে বিজেপি। এটাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধাতে পারলে বিজেপির স্বার্থসিদ্ধি হতো। কিন্তু রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন তা কড়া হাতে মোকাবিলা করেছেন। মূলত মহিলাদের উপর নির্যাতনে উত্তম সর্দারের নাম উঠে এসেছে, আর শাজাহানের নাম ঢাকা পড়েছে। তাই বিজেপির জাতি হিংসার পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে।
বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা: মূলত শেখ শাজাহানের দাপটে সন্দেশখালিতে উচ্চবাচ্য করতে পারতো না বিরোধীরা। কোণঠাসা ছিল বিজেপিও। ধামাখালি থেকে নদীর ওপারে বেশ সক্রিয় আরএসএস ও তার সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেখা দিলেও শেখ সাহাজানের দাপটে তা ভেস্তে যেত। তাই সাহাজানকে দমাতে হবে, এটাও বিজেপির একটা কারসাজি বলা যেতে পারে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকেই তাঁরা বেছে নেয়। স্থানীয়দের থেকে জানা যায় নদীর ওপারে সন্দেশখালি দ্বীপের ত্রিমোহনী বাজারে রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও মাইক বাঁধতে বাঁধা দেয় উত্তম সর্দার। কেননা এর দ্বারা বিজেপি ফায়দা তুলতে পারে। কিন্তু সেটাই হল। ওই অনুষ্ঠানে কেন বাঁধা দেওয়া হল এই অভিযোগ তুলে উত্তম সর্দারের বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয়রা। আর পিছন থেকে শুরু হল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা। আরএসএসের সহযোগিতায় বিজেপি সেই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে শেখ শাজাহানকে জড়িয়ে নিয়ে সরব হল। উঠে এল নারী নির্যাতনের ঘটনাও। ফাঁস হল শাজাহানের একের পর এক কথিত 'কাহিনী।'

▶ *এরপর আগামী কাল*

প্রথম নজর

কালীপুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ শতাধিক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গত মঙ্গলবার পাত্রসায়র থানার হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুন্দি গ্রামে কালী পুজো হচ্ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খান গোটা গ্রামের মানুষজন। সকাল থেকেই গ্রামের মানুষজনের একের পর এক পেট ব্যথা বমি পায়খানা জ্বর হতে থাকে । অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হয় পাত্রসায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে । গ্রামবাসীদের দাবি , ঠাকুরের ওই প্রসাদ খেয়েই অসুস্থ হয়েছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষজন । এখনো পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসীকে পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে । গ্রামে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফে ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে সেখানেও চলছে চিকিৎসা । হাসপাতাল সূত্রে খবর , এখনো পর্যন্ত হাসপাতালে ৫১ জনা ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৪৫ জন এখনো চিকিৎসাধীন । পাত্রসায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে একটি মেডিকেল টিম ইতোমধ্যেই গ্রামে ভিজিট করেছে । গ্রামে খোলা হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্প । চিকিৎসকদের অনুমান ফুড পয়জনের জন্যই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । যে কারণে ইতিমধ্যেই পাএসায়ের ব্লকের ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন যদিও স্যাম্পেল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি ।
এদিন অসুস্থ গ্রামবাসীদের দেখতে পাত্রসায়ের হাসপাতালে যান বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল । ভোটের প্রচার চলছে জোর কদমে আর সেই প্রচারে কাটছাঁট করে অসুস্থ মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি । কথা বলেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের সাথে । তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন । সুজাতা মন্ডলের দাবি , প্রসাদ খেয়ে প্রায় ১০০ জন মানুষ অসুস্থ হয়েছে । ওষুধের দোকানে বলে দেওয়া হয়েছে , তারা যাতে দ্রুততার সাথে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু অভিনেতা আজাদ সেখের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: শনিবার মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় হল বাংলা সিনেমার নবাগত এক অভিনেতার। (ইন্না লিল্লাহি...)। শোকের ছায়া মৃতের পরিবারে, এলাকায় ও টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায়। শনিবার সকালে দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটল অঙ্কুশের সহ-অভিনেতার। তিনি অভিনয় করেছিলেন 'মির্জা' সিনেমায়। মৃত অভিনেতা আজাদ শেখের পরিবার সূত্রে জানা গেল, বিভিন্ন রকম কাজে যুক্ত ছিলেন ওই যুবক। ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। আজাদের পরিবারে বাবা-মা ছাড়া নয় বছরের একটি পুত্রসন্তান আছে। স্ত্রী আগেই মারা গেছেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার আড়াপাঁচে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আজ়াদ শেখ। ৩৫ বছরের আজ়াদ সেখ অঙ্কুশ হাজরা অভিনীত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মির্জা'য় অভিনয় করেছিলেন। ওই সিনেমায় আজ়াদের ছেলেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

নির্বাচনী প্রচারে আজ হাওড়ায় মোদি-মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তীব্র তাপপ্রবাহ কাটিয়ে কাল বৈশাখীর ঝড় শুরু হয়েছে বাংলায়। এবার রবিবার নির্বাচনী প্রচারে মেগা ঝড় উঠবে বাংলায়। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্যদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরীয় ছুটিতে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রাজনৈতিক কালবৈশাখী ঝড় বইবে দক্ষিণ বঙ্গে।
বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলায় চারটি জনসভা করবেন রবিবার। যে লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে প্রধানমন্ত্রী দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন সেগুলি হল ব্যারাকপুর, হাওড়া, হুগলি এবং আরামবাগ। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমডাঙ্গা ও উলুবেড়িয়া লোকসভার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবেন।প্রধানমন্ত্রীর সভাটি হবে হাওড়া সদর লোকসভার সাঁকরাইল কেন্দ্রের বিড়লার জলা মাঠে দুপুর ২-টায়।
অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সভাটি হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভার অন্তর্গত আমতার ফুটবল ময়দানে। উল্লেখ্য,শনিবার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাঁচলার ফুটবল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার সারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
আবার অন্যদিকে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের হসপিটাল মাঠে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের দলের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার সারেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিপিএম-কংগ্রেস বিজেপির দালালে পরিণত: লাভলি মৈত্র

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৩ ই মে চতুর্থ দফায় বীরভূম জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবার আগে থেকেই রাজনৈতিক দল গুলি মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ হন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে।সেই মোতাবেক এতদিন ধরে চলা রাজনৈতিক সভা সমিতি প্রচার অভিযানের শেষ দিন ছিল শনিবার।এদিন জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার অভিযানের শেষ কর্মসূচির খবর পাওয়া যায়।
সেইরূপ শনিবার বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ রাজনগরে বীরভূমের ৪২ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে একটি রোড শো করেন সিরিয়াল অভিনেত্রী তথা বিধায়ক লাভলী মৈত্র।
সঙ্গে ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন রোড শো এর পর রাজনগর চৌরাস্তা মোড়ে একটি পথ সভায় অংশ নেন লাভলী মৈত্র। সেই মঞ্চ থেকে বক্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেন। লাভলী মৈত্র বলেন সিপিএম আর কংগ্রেস হলো বিজেপির দালাল। এদেরকে ভোট দেওয়া মানেই ভোট নষ্ট করা। পাশাপাশি তিনি বলেন মমতা ব্যানার্জির যেসব জনমুখী প্রকল্প গুলো রয়েছে তার সুবিধা সবাই পায়। এসব প্রকল্পের সুবিধা বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসের লোকেরাও পায়।বিজেপির দিলীপ ঘোষের বাড়ির লোকও লক্ষীর ভান্ডারের টাকা পায়। আগামী চার তারিখ রাজ্যের অন্যান্য এলাকার ন্যায় বীরভূম জেলাতেও সবুজ ঝড় উঠবে বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক লাভলী মৈত্র।

শুরু হল হজের উড়ান

আপনজন: হজযাত্রীদের নিয়ে কলকাতা থেকে প্রথম উড়ান রওনা দিল শনিবার। চলবে ২৫ মে পর্যন্ত। হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে এবং তাঁদের পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও হাজির আছেন রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন, হজযাত্রীদের পরিষেবা দিতে পারার মধ্যে মনের প্রশান্তি মেলে।

সন্দেশখালি প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেপি দলটাই জালি: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: সন্দেশখালি সন্দেশখালি হাওয়া তুলে বিজেপি ভারতবর্ষে বাংলার মানুষকে ছোট করার চেষ্টা করেছিল। ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। যদিও সন্দেশখালি প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেপি দলটাই জালি!
উলুবেড়িয়ায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার পাঁচলার মাঠে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে প্রচারে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,'আগামী ৪ঠা জুন কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে এনে বাংলার প্রতিটি মানুষের হাতে তুলে দেওয়ায় তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি'। একই সাথে লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা নিয়েও গ্যারান্টি দিলেন অভিষেক।সভা থেকে বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বলে মন্তব্য করে অভিষেক বলেন, 'সন্দেশখালির আগে থেকে আমরা বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বলি। আজ বাংলার ১০ কোটি মানুষকে, মহিলাদের অপমান করেছে বিজেপি। আমার গ্যারান্টি, তৃণমূলের গ্যারান্টি, যত দিন আমরা আছি, আমাদের প্রার্থী সাজদা আহমেদের হাত ধরে লক্ষীর ভাণ্ডার চলবে। কেন্দ্র সরকার সাহায্য করুক আর নাই করুক,সাজদা-র হাত ধরেই আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা এই বছর শেষের আগে আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।'
অভিষেক আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীজী হয়েছেন,রিমোর্ট কন্ট্রোল টিপে আপনাদের অধিকার বন্ধ করে দিয়েছে!তাই প্রধানমন্ত্রীর হাতে যদি রিমোর্ট কন্ট্রোলের বোতাম থাকে,তাহলে আপনাদের হাতে আগামী ২০-মে ইভিএমের বোতাম থাকবে। ইভিএমের বোতাম টিপে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার করে দিয়ে আপনাদের অধিকার ফিরিয়ে আনবেন। সাজদা-কে সামনে রেখে অভিষেক বলেন, সুলতান আহমেদ এই লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী ও সঙ্গী ছিলেন। সিবিআই দিয়ে অত্যাচার করিয়ে মানুষটাকে প্রাণে মারা হয়েছে! কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বিজেপি সরকারের অপব্যবহার নিয়ে এর আগে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন অভিষেক। এবার আরও বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি। এদিনের সভা থেকে অভিষেক আরও বলেন, ' প্রয়াত সাংসদ সুলতান আহমেদের সহধর্মিনী সাজদা আহমেদ শুধু ভোট চাইতে নয়, বিজেপিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে আপনাদের কাছে ভোট দোয়া চাইতে এসেছেন। আপনারা সাজদা আহমেদের পাশে থেকে তাঁকে বিপুল ভোট দিয়ে জেতাবেন।অভিষেকের কথায়'আর উলুবেড়িয়া সার্বিক উন্নয়নের দায়,দায়িত্ব,দায়ভার তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁধে,আমার কাঁধে আমি উলুবেড়িয়া থেকে তুলে নিয়ে গেলাম। কথা দিচ্ছি যেভাবেই ছিলাম,সেই ভাবেই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাবো।বৃষ্টি মাথায় নিয়েও সভায় ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

গুলিতে জখম শিশুদের দেখতে গেলেন সেলিম

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন পার হতেই বুধবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভগবানগোলা বিধানসভার রানিতলা থানার অন্তর্গত হোসনাবাদ গ্রাম। ছররা গুলি চালানোর ঘটনায় তিন শিশুসহ এক যুবক গুরুতর জখম হয়। তাদের তড়িঘড়ি নসিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।
কিছুটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতেই গুলিতে জখম শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে শনিবার দুপুরে রানিতলা থানার হোসনাবাদ গ্রামে যান মুর্শিদাবাদ লোকসভার বাম প্রার্থী তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
জখম শিশুদের পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
গুলি চালানোর ঘটনায় সাত জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় রানিতলা থানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার করিমুল সেখ নামের এক ব্যক্তিকে রানিতলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় লালবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক।
ওই বিষয়ে সেলিম প্রশ্ন তুলে বলেন, 'যে শিশুর গুলি লাগলো, তার বাবাকে পুলিশ কিভাবে গ্রেফতার করতে পারে?'
পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি।
তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের দিন অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারাই সামান্য বিষয় নিয়ে ঝামেলা, পরে সেখানে গুলি চালিয়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছে তৃণমূল নেতারা।'

চিকিৎসার 'গাফিলতিতে' রোগীর মৃত্যু, বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যু ঘিরে রোগীর পরিবারের বিক্ষোভ কল্যাণী জিএনএম হাসপাতাল চত্বরে মৃতর পরিবারের অভিযোগ। সামান্য জ্বর নিয়ে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শেখ শামীম নামে এক কিশোরকে কিন্তু তার অক্সিজেনের প্রয়োজন হওয়াতেও কোনরকম অক্সিজেন দেয়া হচ্ছিল না হাসপাতালে তরপে উপরন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর পরিবারের কাছে অর্থের চাপ দিতে শুরু করেন এবং বলেন টাকা না দিলে অক্সিজেন লাগানো যাবে না। পরবর্তীতে মৃতর আত্মীয়রা স্বাস্থ কর্মীদেরকে টাকা দিলে অক্সিজেন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওই নাবালক কিশোরের পরবর্তীতে মৃতর পরিবারকে হসপিটালের কর্তব্যরত আয়ারা বেধড়ক মারধর করে বলেও অভিযোগ করে মৃতের পরিবার। ঘটনাটি জানাজানি হতেই মৃতর আত্মীয়রা হাসপাতালে সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি ভবিষ্যতে যেন আর কোন মায়ের কারো কল খালি না হয়।মৃত কিশোরের আত্মীয় শেখ আমিরুল ইসলাম, শামীম শেখ নামে ওই কিশোর জ্বর এবং হালকা বমি করছিল সেই অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা এ ঘর ও ঘর করে শেষমেষ একটি বেদ পাওয়া যায় কিন্তু অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছিল না বেশ কিছুক্ষণ পরে অক্সিজেন পাওয়া যায়। তারপরেই ওই কিশোরের মৃত্যু হয় পরিবারের লোকজন যখন সিস্টার এবং আয়াকে বলতে যাই তখন তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ করে মৃতের পরিবারের লোকজন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সম্বল করে প্রচার মহিলাদের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: প্রচারের শেষ দিনেই লক্ষীর ভান্ডারকে সম্বল করল তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। শনিবার বিকেলে মহিলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর এস বি আই ব্যাঙ্ক থেকে এফসিআই গোডাউন পর্যন্ত লক্ষীর ভাড় নিয়ে র‍্যালি করে প্রচার করেন এলাকার মহিলারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সাহারা মন্ডল, নলহাটি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী চন্দ্রাণী দত্ত সহ এলাকার মহিলা তৃণমূলের অসংখ্য সদস্যরা।
এবারে প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষীর ভান্ডারের ওপর জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দাবি করেছেন এটাই হচ্ছে মেয়েদের সম্মান জানানোর প্রকৃত উপায়। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা থেকে জানাচ্ছেন যে, বিজেপি নাকি ক্ষমতা এলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবেন।
যদিও গত শুক্রবার রামপুরহাটের জনসভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে, তারা ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে এই এক হাজার টাকাটা ৩০০০ টাকা করবেন। ফলে এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে লক্ষীর ভান্ডারই হচ্ছে মেয়েদের ভোট পাওয়ার আসল উপায়। এবং সেটাকেই সম্বল করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তৃণমূল। সেই সঙ্গে এলাকার মেয়েদের নিয়ে যেটা বোঝাচ্ছে সরকার যখন তাদের পাশে আছে তখন তাদের ভোটটা যেন তৃণমূলের পক্ষেই দেন। এদিন মহিলা তৃণমূলের রালি শেষে নওয়াপাড়া অঞ্চল থেকে চারটি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী চন্দ্রানি দত্ত।

প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন দৌলতাবাদে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের দৌলতবাদের এস.আই অফিসের পিছনে আনোয়ার হোসেন অরফে মিঠু সরকার ধারালো অস্ত্র দিয়ে সাবিয়া খাতুন কে খুন করে বলে জানা যায়। সাবিয়া খাতুনের বাড়ি দৌলতাবাদের ছয়ঘরী পঞ্চায়েত এলাকায় মির্জাপুর এলাকায় এবং আনোয়ার হোসেনের বাড়ি হাজিরপাড়া এলাকায় বলে সূত্রে জানা যায়। সাবিয়া খাতুন ওরফে রুম্পা খাতুনের সাথে আরেকজন বান্ধবী ছিল বলে জানা যায়। দুজনের মধ্যে এস.আই অফিসের পিছনে বচসা শুরু হলে অন্য বান্ধবী ছুটে গিয়ে মানুষজনকে ডাকতে শুরু করে। এলাকার মানুষ ছুটে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় সাবিয়া খাতুন পড়ে রয়েছে এবং মানোয়ার হোসেন ওরফে মিঠু সরকার ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার খবর দৌলতাবাদ থানায় জানানো হলে তড়িঘড়ি ছুটে আসে পুলিশ,পুলিশ এসে রক্তাক্ত অবস্থায় সাবিয়াকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাবিয়া কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ মৃত সাবিয়া খাতুনের দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
রুম্পা খাতুনের বান্ধবী কে পুলিশ হেফাজতে রাখেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাবিয়া খাতুন এবারে নিমতলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গতকাল লালবাগ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ফরম ফিলাপ করে। এছাড়া মানোয়ার হোসেন পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে। মানোয়ার হোসেন তার প্রেমিকাকে খুন করে বাড়ি গিয়ে পুলিশকে ফোন করে ডেকে স্যালেন্ডার হয়েছে বলে জানা যায়। এখন সে পুলিশ হেফাজতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রেম ঘটিত কারণেই হত্যা করেছে প্রেমিক।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্যাংকে চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ব্যাংকে চুরি ও সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাইক নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করলো পুলিশ। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। শনিবার তাকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতের নাম মোহাম্মদ তাইল।
এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তদন্ত চলছে। ধৃতকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে আজ।'
উল্লেখ্য, সাত দিন আগে গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের বড়গাছি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা চালায় একদল দুষ্কৃতি। চুরি করতে ব্যর্থ হয়ে দুষ্কৃতী দলটি ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়ে কুশমন্ডি-মহিপাল রাজ্য সড়কের নাহিট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা দুই জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তাঁদের কাছে থাকা দুটি মোবাইল ও একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে কুশমন্ডি থানার পুলিশ এদিন একজনকে আটক করেছে।

নানুরে পদযাত্রা কাজল শেখের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: চরাম চরাম ঢাক বাজিয়ে চতুর্থ দফা নির্বাচনের আগে শেষ প্রচারে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে নানুরে কাজল শেখের বিরাট পথযাত্রা। মিছিলে হাটলেন নানুরে তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের সমর্থনে শেষ প্রচার। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল। তার সমর্থনে চতুর্থ দফার শেষ নির্বাচনী প্রচারে ঢাক বাজিয়ে বিরাট পদযাত্রায় পা মেলালেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ, সঙ্গে ছিলেন নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের নানুর ব্লক অফিস থেকে পদযাত্রা শুরু হয় তৃণমূলের। শেষ হয় নানুর বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে একটি পথসভা করেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ বলেন, বীরভূমে দুটি লোকসভা কেন্দ্রে জোড়া ফুল পুনরায় ফুটবে। রাজ্যে ৪২ এ ৪২। দেশে ২০০ বেশি আসন পাবে না বিজেপি। নির্বাচনের ফলাফল এর দিন মিলিয়ে নেবেন। ধমকে চমকে লাভ হবে না। শেষ বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত মা মাটি মানুষ তৃণমূলের হয়ে লড়াই করে যাব।

বৃক্ষ রোপণ

আপনজন: চন্দ্রদ্বীপ একাডেমির সম্পাদক আতাউর রহমান এর উদ্যোগে একাডেমীর সম্মুখে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষরোপণের পদক্ষেপ নেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের হরিহারপাড়া চোয়া এলাকায়।

প্রথম নজর

হাজিদের জন্য উড়ন্ত ট্যাক্সির ব্যবস্থা করছে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: হাজিদের অত্যানুধিক যাতায়াতের সুবিধার জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে সৌদি আরব। দেশটি জানিয়েছে, এবার হজের মৌসুমেই হাজিদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে উড়ন্ত ট্যাক্সি ও ড্রোন ব্যবস্থা চালু করা হবে। খবর মিডল ইস্ট মনিটরের।
সৌদি আরবের পরিবহন ও লজিস্টিক মন্ত্রী সালেহ আল জাসের বলেন, এ বছর হজের মৌসুমে উড়ন্ত ট্যাক্সি এবং ড্রোন ব্যবহারের পরীক্ষা চালানো হবে। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়াকে তিনি বলেন, উড়ন্ত ট্যাক্সি অত্যন্ত উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। আসন্ন বছরগুলোতে সর্বোত্তম সেবা দেওয়ার জন্য পরিবহন সেক্টরে অনেক বিশেষায়িত সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে।
পরিবহনমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব হজযাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার্থে এ বছরের হজ মৌসুমে আরও দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন করতে উন্নত প্রযুক্তি এবং পরিবহন ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এগুলোর সুবিধা নেয়ার জন্য অমাদের অবশ্যই এগিয়ে থাকতে হবে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী সৌদি আরব এয়ারলাইনস জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং মক্কার হোটেলগুলোর মধ্যে হজযাত্রীদের জন্য এ উড়ন্ত ট্যাক্সি চালুর কথা রয়েছে। এজন্য প্রায় ১০০ উড়ন্ত ট্যাক্সি কেনার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয় তখন। এর আগে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৈধ হজযাত্রীদের চিহ্নিত করতে এবারের হজ মৌসুমে প্রত্যেককে আলাদা করে একটি ডিজিটাল ট্যাগ দেওয়া হবে। তাদের উদ্দেশ্য, কোনোভাবেই যেন নিবন্ধন ছাড়া অবৈধভাবে কেউ হজ করতে না পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের হজযাত্রীদের প্রথম দলটি সৌদি আরবে পৌঁছাবে দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে। ঠিক তার আগেই অবৈধ বিদেশি হজযাত্রীদের রুখতে এই উদ্যোগ নিল বাদশা সালমান প্রশাসন।

এবার হজ নিয়ে প্রতারণা করায় সৌদিতে দুই প্রবাসী গ্রেফতার

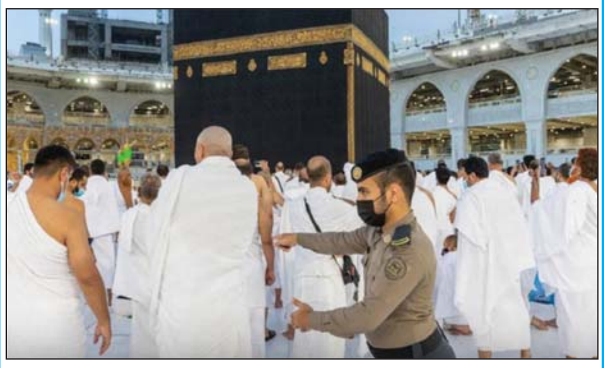

আপনজন ডেস্ক: হজ নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে সৌদি আরবে দুই প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, এই প্রবাসীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হজের ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে চেয়েছিলেন। গ্রেপ্তার দুইজন মিসরের নাগরিক। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজিদের মক্কা ও মদিনায় থাকার ব্যবস্থা করার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। হজের ভুয়া বিজ্ঞাপন দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হন সেজন্য মুসল্লিদের সাম্প্রতিক সময়ে সতর্ক করে দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটি জানিয়েছে, শুধুমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট ও অ্যাপের মাধ্যমে হজের অনুমতি নেওয়া যাবে। আর যারা অনুমতি নিয়ে হজ করবেন তারা সর্বোচ্চ সেবা এবং কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া হজ সম্পন্ন করতে পারবেন। আর এবার সৌদির অভ্যন্তরে থাকা মানুষদের হজের অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। সৌদির আলেমরা জানিয়েছেন, যারা অনুমতি ছাড়া হজ করবেন তাদের পাপ হবে। এছাড়া অনুমতি ছাড়া হজ করলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সৌদি। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এ বছর ১৪ জুন পবিত্র হজ পালিত হতে পারে।
যেসব প্রবাসী হজ বিষয়ক আইন মানবেন না তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোসহ অর্থদণ্ড করা হতে পারে।

এবার ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: এবার ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভে নেমেছেন এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন।
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি।
স্থানীয় সময় গত বুধবার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কয়েক শ শিক্ষার্থী।
বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একগুচ্ছ দাবি উত্থাপন করা হয়। ইসরায়েলকে সব ধরনের অর্থায়ন বন্ধ, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ নীতি সংস্কার, ইসরায়েলকে বর্জন, গাজায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণসহ এতে বেশ কিছু দাবি রয়েছে।
অক্সফোর্ডের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি ও কেমব্রিজের কিংস কলেজের সামনে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। ‘গাজায় গণহত্যা থামাও’, ‘ইসরায়েলকে সহযোগিতা বন্ধ করো’–এমন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায় শিক্ষার্থীদের হাতে।
বিক্ষোভকারীদের কারও কারও মাথায় ছিল ঐতিহ্যবাহী কেফায়া (ফিলিস্তিনিরা সাদা-কালো যে স্কার্ফ পরেন)।
অক্সফোর্ড অ্যাকশন ফর ফিলিস্তিন ও কেমব্রিজ ফর ফিলিস্তিন এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েল সরকারকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ফিলিস্তিনিদের জীবনের বিনিময়ে মুনাফা করতে পারে না অক্সব্রিজ (অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ)। ইসরায়েলের অপরাধ আড়াল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারে না।”
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের বিষয়ে সতর্ক করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় আরও পদক্ষেপ নিতে উপাচার্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের দাবিতে গত ১৭ এপ্রিল আমেরিকার নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে দেশটির দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলছে ইউরোপের অন্তত ১২ টি দেশে। তবে দেশে দেশে শিক্ষার্থী বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ উপেক্ষা করে গাজার রাফায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ‘অত্যাধুনিক হামলা’র প্রস্তুতি হামাসের

আপনজন ডেস্ক: গাজার সর্ব দক্ষিণের শহর রাফায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী হামলা শুরু করে অগ্রসর হচ্ছে। তবে সেখানে ইসরায়েলি হামলা প্রতিহত করতে রাফায় ‘অত্যাধুনিক হামলা’র প্রস্তুতি নিচ্ছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধ পর্যবেক্ষকদের তথ্যমতে- রাফায় অগ্রসর হওয়া ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের দ্বারা শুরু করা অত্যাধুনিক আক্রমণ প্রমাণ করে যে- হামাস স্থল আক্রমণ প্রতিহতের জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি অব ওয়ার (আইএসডব্লিউ) ও ক্রিটিকাল থ্রেটস প্রজেক্ট (সিটিপি) রিপোর্ট করেছে- শুক্রবার ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা রাফাতে ইসরায়েলি বাহিনীর উপর ‘তিনটি কৌশলগতভাবে অত্যাধুনিক আক্রমণ’ চালায়, তাতে ‘থার্মোবারিক বোমা, রকেট চালিত গ্রেনেড এবং এন্টি পারসোনাল রকেট’ ব্যবহার করা হয়।
আইএসডব্লিউ ও সিটিপি নামে দুটি মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনুসারে, হামাস বাহিনী ও সহ যোদ্ধারা শুক্রবার পূর্ব রাফায় ইসরায়েলি সৈন্যদের উপর ১৮টি হামলা চালায়। থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো বলেছে, হামাস যে আক্রমণ চালিয়েছে তার জন্য পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সংগঠনের প্রয়োজন। তারা আরেও জোর দিয়ে বলেন, রাফায় হামাস ব্যাটালিয়নগুলোর সমন্বিত যুদ্ধ ইউনিট ইসরায়েলি ক্লিয়ারিং অপারেশনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে পারে।
এদিকে হামাস শুক্রবার রাফা ও গাজা সিটিতে প্রতিরোধ জোরদার করেছে। তাদের পাল্টা আক্রমণে অন্তত চার ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছে।
হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেডে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, তারা ইসরায়েলি সৈন্যদের ওপর গুপ্তহামলা চালিয়েছে। তারা অ্যান্ট-আর্মার ক্ষেপণাস্ত্র এবং বেশ কয়েকটি স্বল্প পাল্লার রকেট দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী শুক্রবার সকালে জানায়, তাদের সৈন্যরা রাফায় হাতাহাতি যুদ্ধ করছে। তারা বেশ কয়েকজন বন্দুকধারীকে হত্যার দাবিও করে। পরে তারা স্বীকার করে- জয়তুন এলাকায় একটি বিস্ফোরণে তাদের চার সৈন্য নিহত হয়েছে। এর ফলে গাজায় স্থল হামলা শুরুর পর নিহত ইসরায়েলি সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল ২৭১ জনে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ভয়াবহ আগ্রাসন ও গণহত্যা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর থেকে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

কুয়েতের পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন আমির শেখ মেশাল

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতে আবারো অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এক টেলিভিশন বক্তৃতায় এই ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ। একইসঙ্গে সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদও স্থগিত করেছেন তিনি।
পার্লামেন্ট স্থগিতের পাশাপাশি কিছু সাংবিধানিক অনুচ্ছেদকে চার বছরের বেশি সময়ের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক গবেষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ সময় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ক্ষমতা আমির এবং দেশটির মন্ত্রিসভা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভি।
আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ বলেছেন, কুয়েত সম্প্রতি বেশ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে, যার ফলে দেশ বাঁচাতে এবং দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বা বিলম্বের কোনো অবকাশ নেই।
কুয়েতের আইনসভা অন্যান্য উপসাগরীয় রাজতন্ত্রের দেশগুলোর আইনসভা বা অনুরূপ সংস্থাগুলোর তুলনায় বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে দেশটিতে এর আগে মন্ত্রিসভায় রদবদল এবং পার্লামেন্টও ভেঙে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

জাতিসংঘের সনদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সনদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্য পদের সমর্থনে প্রস্তাব পাস হওয়ার আগে জাতিসংঘের সনদটি ছেঁড়েন তিনি। সাধারণ সভায় ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে ভোট দেয় ১৪৩টি দেশ। অন্যদিকে ২৫টি দেশ এই ভোটদান থেকে বিরত থাকে। আমেরিকা ও ইসরাইলসহ ৯টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ভোট নিয়ে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায়।
ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত এরদান এই প্রস্তাবটিকে জাতিসংঘ সনদের একটি ‘স্পষ্ট লঙ্ঘন’ বলে অভিহিত করে বলেন, আজকের এই দিনটা অন্যতম কালো দিন হিসাবে লেখা থাকবে। এটি গত মাসে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন ভেটোকে নস্যাৎ করেছে। এখানেই থেমে থাকেননি ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত। আমি একটা আয়না দেখাতে চাই আপনাদের। জাতিসংঘে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়। আজ এমন একটা দেশকে সদস্যপদের জন্য সমর্থন জানানো হল যারা সন্ত্রাসবাদকে মদদ দেয়। জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যে সনদ তা আপনারাই আজকে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি তারই প্রতিচ্ছবি।
রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান সাধারণ পরিষদে বলেন, জাতিসংঘ একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই ভোট শুধু রাষ্ট্রের অধিকার প্রদান নয়, হামাসের ভবিষ্যত ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে’ও সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দেবে।
ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন, আজকের ভোটের পর ফিলিস্তিন জাতিসংঘে পূর্ণ সদস্যপদ পেতে চাপ অব্যাহত রাখবে। এই ভোট থেকে প্রমাণিত হয়েছে বিশ্ব ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে এবং ইসরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন কলম্বিয়ার

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেট্রো।
গাজা যুদ্ধে ‘গণহত্যা’ চালানোর কারণে শুক্রবার আইসিসির কাছে তিনি এ আবেদন করেন।
কলম্বিয়ার স্পষ্টভাষী বামপন্থী এ নেতা গত সপ্তাহে ঘোষণা করেন যে তার দেশ গাজায় আক্রমণের জন্য ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে।
“নেতানিয়াহু গণহত্যা বন্ধ করবেন না। তাই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের উচিত তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা, “পেট্রো এক্স-এ বলেন।
তিনি বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই গাজা ভূখণ্ডে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা শুরু করতে হবে। বলিভিয়া, বেলিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পর কলম্বিয়াও ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন বা স্থগিত করেছে।
আরো বেশ কয়েকটি দেশ ইসরায়েল থেকে তাদের কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করেছে।
ইসরায়েল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিক্রিয়ায় পেট্রোকে “ইহুদী বিরোধী এবং ঘৃণাপূর্ণ” বলে উল্লেখ করেছেন। একইসঙ্গে তিনি পেট্রোকে হামাসের সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের অভুতপূর্ব হামলার পর গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। ইসরায়েলি পরিসংখ্যান অনুসারে সেই হামলার ফলে ১,১৭০ জনেরও বেশি ইহুদি নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। হামাস প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করেছে, যাদের মধ্যে ১২৯ জন গাজায়। যাদের মধ্যে ৩৪ জন মারা গেছে বলে ধারণা করছে ইসরায়েল। গত সপ্তাহে নেতানিয়াহু এক্স-এ বলেন, আইসিসি “যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ইসরায়েলি সরকার ও সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার কথা ভাবছে।” আইসিসি হলো বিশ্বের একমাত্র স্বাধীন আদালত যা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের তদন্ত করে থাকে। সংগঠনটি এর আগেও জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করেছে - ইউক্রেনে হামলা চালানোর কারণে অতি সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৯	৪.৫৭
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৩	
এশা	৭.২৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

এবার ফিলিস্তিনিদের রাফা ছাড়ার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের এবার মধ্য রাফা এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। পুরো রাফাতে ব্যাপক আকারে সামরিক অভিযানের লক্ষ্যেই শনিবার এই নির্দেশ দিয়েছে তারা।
ইসরায়েলের একজন সামরিক মুখপাত্র উত্তর গাজার জাবালিয়া এলাকার বাসিন্দা, বাস্তুচ্যুত লোকদের রাফার আশেপাশের ১১টি এলাকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে গাজা শহরের পশ্চিমে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আকস্মিক বন্যা: আফগানিস্তানে একদিনে ২০০ জনের বেশি নিহত

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যার একদিনে দুইশরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া প্রদেশটির ১ হাজার ৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে আফগানিস্তানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, শুক্রবার প্রদেশটিতে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। তবে তালেবান সরকারের পক্ষ থেকে ৬২ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। শুক্রবারের বৃষ্টিতে বাদাকশান প্রদেশ, মধ্যাঞ্চলের ঘোর প্রদেশ এবং পশ্চিমাঞ্চলের হেরাতেও বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানে গত শীত মৌসুমটি শুষ্ক ছিল। ফলে সেখানে যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি মাটি শুষে নিতে পারছে না। দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক হুমকিতে ছিল। যার ফলাফল এখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আফগানিস্তান পৃথিবীর অন্যতম একটি গরীব দেশ। বিজ্ঞানীদের মতে, এমন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য দেশটি প্রস্তুত নয়। গত চার দশক আফগানিস্তানে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে ছিল।

ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভকারীদের অজ্ঞ বললেন হিলারি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে চলমান ফিলিস্তিনপন্থি ছাত্র আন্দোলনের চরম সমালোচনা করলেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। শুধু নিন্দা জানিয়েই নয়, ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভকারীদের অজ্ঞ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন এ কথা বলেন।
হিলারি ক্লিনটন বলেন, আন্দোলনকারী অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে। তারা কেউই মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না।
বিক্ষোভকারীদের সমালোচনা করে হিলারি বলেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তিচুক্তির জন্য বিল ক্লিনটনের চেষ্টা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। টিকটকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উসকে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও দায়ী করেন তিনি।

আর্জেন্টিনায় দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, হতাহত ৬০

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্স শহরে ছয় বগি বিশিষ্ট একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে অন্য একটি যাত্রীশূন্য ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। টেলিভিশন এবং ড্রোন ফুটজের ভিডিওতে দেখা যায় ট্রেন দুটি একই লাইনে চলাচলের সময় হঠাৎ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর্জেন্টিনার রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় এ ঘটনা ঘটনা ঘটে। এতে যাত্রীবাহী ট্রেনটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
জানা গেছে, ট্রেনটিতে শতাধিক যাত্রী ছিল।
দুর্ঘটনায় আহতদের ট্রেন থেকে বের করতে যোগ দেয় ফায়ার ফাইটার এবং পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিতে সহায়তা করে অ্যাম্বুলেন্স এবং হেলিকপ্টার। স্থানীয় জরুরি মেডিকেল কেয়ারের প্রধান আলবার্তো ক্রিসেন্তি বলেন, আহতদের উদ্ধারে ৯০টি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। ৯০ জনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৩০ জনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের মধ্যে দুজনকে হেলিকপ্টারের করে শান্তোজাননি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।
এদিকে কী কারণে ট্রেন দুটির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে যথাযথ তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১২৮ সংখ্যা, ২৯ বৈশাখ ১৪৩১, ৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি নাই

দুই দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ এবং নানাবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনা, নাটকীয়তা ও রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্য দিয়া যখন বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটিল, তখনই আঁচ পাওয়া গিয়াছিল, বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস এক অন্ধকার কানাগলিতে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। একবিংশ শতাব্দীর বিভক্তিপূর্ণ বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে অস্থির ও অস্থিতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, যাহা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কাহারো নাই। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার বুঝা যায়, সত্তর বা আশির দশকের ন্যায় স্নায়ুযুদ্ধের কঠিন যুগ পার করিতেছে বিশ্ব। পরাশক্তিগুলির মধ্যে যেই 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলিতেছে, তাহার অভিঘাতে ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন। দেশগুলির উপর দিয়া বিশ্বরাজনীতির গরম বাতাস বহিয়া যাইতেছে। ইহার প্রকোপে প্রকম্পিত হইতেছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র। কোনোখানেই যেন শান্তি নাই। কি ধনহীন, কি ধনবান– শান্তির অন্বেষণ করিতেছেন সকলেই।
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান যুদ্ধবিগ্রহের কারণে দেশে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিরতাও চরম আকার ধারণ করিতেছে। দুঃখজনকভাবে এইরূপ অবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন দেশে থামিয়া নাই রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ মিলাইবার ব্যতিব্যস্ততা! রাজনৈতিক মামলা-হামলা, দমনপীড়ন, অবিচার-অত্যাচারের স্টিমরোলার চলিতেছে অনেক অঞ্চলের জনজীবনে। উপরন্তু, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ক্রমশ ধারণ করিতেছে এক জটিল ও কঠিন আকার। সকল কিছু মিলাইয়া বহুমাত্রিক সমস্যায় পর্যুদস্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের জীবনজীবিকা ও মানসিক অবস্থা কতটা নাজুক পর্যায়ে উপনীত, তাহা চিন্তারও বাহিরে!
ইহার পরও কথা থাকিয়া যায়। শান্তিই যেইহেতু মানুষের আলটিমেট এক্সপেক্টেশন, তাই শান্তির অনুসন্ধানে অবিচল থাকিতে হইবে প্রতিকূল-অস্থির সময়ে দাঁড়াইয়াই। প্রশ্ন হইল, 'শান্তি' আসলে কী? অর্থবিত্ত বা ক্ষমতা? অবশ্যই না। প্রকৃত জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, শান্তি হইল 'স্টেট অব মাইন্ড' তথা শান্তি হইল 'মানসিক ব্যাপার'। লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই তুষ্ট থাকে কেবল খাদ্যের সংস্থান হইলেই। এই ক্ষেত্রে মানুষ সত্যিই বড্ড অদ্ভুত! খাদ্যের নিশ্চয়তাই মনুষ্যকুলকে তুষ্ট-শিষ্ট রাখিতে পারে না। বরং সকল ক্ষেত্রে 'চাই চাই আরো চাই'–ইহাই যেন তাহার আসল লক্ষ্য! চাই চাই মনোভাবের খেসারত হিসাবে কত কিছু যে নাই নাই হইয়া যায়, তাহা মানুষ ভাবিয়া দেখিবারও সময় পায় না। ইহাই আজিকার দিনের বাস্তবতা। অবস্থা কতটা কঠিন যে, প্রার্থনায় দাঁড়াইয়াও হরহামেশা নানা পার্থিব বিষয়ের উদ্রেক ঘটে মনে! অথচ ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, প্রার্থনালয়ে প্রবেশ করিতে হইবে অন্তরকে 'শূন্য' (জিরো) করিয়া। সহজ করিয়া বলিলে, বস্তুজগতের বিষয়াদি মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিবিষ্ট মন ও চিত্তে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। জীবনপথে সফলকাম হইবার প্রশ্নে ইহা অতি জরুরিও বটে। রসুল (স.) বলিয়াছেন, 'নামাজের সময় আল্লাহতায়ালা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ (রহমতের) দৃষ্টি রাখেন, যতক্ষণ নামাজি অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন আল্লাহতায়ালা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন (মুসনাদে আহমদ : ২১৫০৮)। সুতরাং, যে কোনো পরিস্থিতিতেই মনকে শান্ত রাখা অনেক বেশি জরুরি।
সুতরাং চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। মাটিতে কোনো গর্ত তৈরি হইলে তাহা যদি কেহ পূরণ না-ও করে, একটি সময়ে প্রকৃতির আপন নিয়মে তাহা মাটিভর্তি হইয়া যায়। এই অর্থে, বর্তমান বিশ্বে যেই অস্থিরতা চলিতেছে, তাহারও একসময় পরিসমাপ্তি ঘটিবে–ঘটিতেই হইবে। এই অবস্থায় সকল ধরনের অস্থিরতার মুখে মনকে শান্ত রাখিতে হইবে, ধৈর্য ধরিতে হইবে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে নূতন বলয় বা মেরু সৃষ্টির যেই কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি বহুদিন ধরিয়া, তাহা নূতন নূতন সমস্যা দাঁড় করাইয়া দিবে আমাদের সামনে। সেই অস্থির, অশান্ত পরিস্থিতিতে দাঁড়াইয়া শান্তির পথ খুঁজিতে ধৈর্য ধারণ ব্যতীত আমাদের সামনে বিকল্প পথ খোলা নাই।

●●●●●●●●●●●●

নরেন্দ্র মোদি সরকারের অর্জনের চেয়ে বিভাজনকে কৌশল করার কারণ কি

ভারতে এক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন নরেন্দ্র মোদি। ধারণা করা হচ্ছিল, এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১০ বছরের অর্জনগুলোকেই সামনে টেনে আনবেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং মহাকাশে অভিযানের ক্ষেত্রে অর্জনগুলোকে বারবার প্রচার করবেন। নির্বাচন-পূর্ববর্তী বিভিন্ন জনমত জরিপে আভাস দেওয়া হয়, মোদির দল বিজেপি তৃতীয়বারের মতো জয়ী হতে যাচ্ছে। তবে ছয় সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হতে না হতেই মোদিকে নিজের অর্জনের চেয়ে বিভাজনের প্রচারের দিকে বেশি ঝুঁকতে দেখা গেছে। আর তাতে তাঁর এমন প্রচারের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মোদির অভিযোগ, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার চেষ্টা করছে। বিশ্লেষণে **বিবিসি..**

ভারতে এক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন নরেন্দ্র মোদি। ধারণা করা হচ্ছিল, এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১০ বছরের অর্জনগুলোকেই সামনে টেনে আনবেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং মহাকাশে অভিযানের ক্ষেত্রে অর্জনগুলোকে বারবার প্রচার করবেন।
নির্বাচন-পূর্ববর্তী বিভিন্ন জনমত জরিপে আভাস দেওয়া হয়, মোদির দল বিজেপি তৃতীয়বারের মতো জয়ী হতে যাচ্ছে। তবে ছয় সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হতে না হতেই মোদিকে নিজের অর্জনের চেয়ে বিভাজনের প্রচারের দিকে বেশি ঝুঁকতে দেখা গেছে। আর তাতে তাঁর এমন প্রচারের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মোদির অভিযোগ, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার চেষ্টা করছে।
ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটির বেশি। এর মধ্যে ১৪ শতাংশ মুসলিম।
গত ২১ এপ্রিল এক সমাবেশে মোদি বলেন, বিরোধী দল কংগ্রেস 'অনুপ্রবেশকারী' এবং 'যাদের অনেক সন্তান আছে তাদের' মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিতে চায়। এর মধ্য দিয়ে মোদি মূলত মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
আরেকটি সমাবেশে মোদি নারীদের সতর্ক করে বলেন, বিরোধী দল তাদের সোনাদানা জব্দ করে তা মুসলিমদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে 'ভোট জিহাদ'-এর প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। মোদি এমনটিও বলেছেন যে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় ক্রিকেটকে সাজাবে কংগ্রেস।
এটাই শেষ নয়। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মোদি বলেছেন, পুরো বিশ্ব এ নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি মোদি অভিযোগ করেন, ধনকুবের মুকেশ আম্বানি এবং গৌতম আদানির কাছ থেকে কংগ্রেস 'ট্রাকভর্তি' অর্থ নিয়েছে। অথচ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দীর্ঘদিন ধরেই দেশের এ দুই শীর্ষ ধনী ব্যক্তির সঙ্গে মোদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে আসছেন।
মোদির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইতিমধ্যে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন রাহুল। সেখানে তিনি বলেন, 'প্রথমবারের মতো আপনি জনসমক্ষে আদানি এবং আম্বানিকে নিয়ে কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই কি আপনি জানেন যে তারা ট্রাকভর্তি করে অর্থ দেয়?'
মোদির মন্তব্যের ব্যাপারে দুই ব্যবসায়ীর কেউই এখনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।
ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে, মোদির মধ্যে 'ইসলামভীতি' (ইসলামোফোবিয়া) আছে। তাঁর বক্তব্যকে 'বিভাজন ও বিদ্বেষমূলক' বলে উল্লেখ করেছে দলটি।
মোদি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কি না, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রতি তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।
বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতে ২০ কোটি মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের হার বেড়েছে। তবে মোদি তাঁর নির্বাচনী প্রচারে এ হাতিয়ারকে ব্যবহার করায় অনেকে অবাক হয়েছেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, মোদি ওই পথে হাঁটবেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেসব সাফল্য পেয়েছেন, সেগুলোকে বারবার সামনে টেনে আনবেন।
দিল্লিভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (সিপিআর) গবেষক রাহুল ভার্মা বলেন, 'সত্যি কথা বলতে আমি ভেবেছিলাম, মোদি তাঁর প্রচারণায় ভারতের অগ্রগতির গল্পগুলো বেশি বেশি করে শোনাবেন। তাঁরা জনগণের জন্য কী কী করেছেন, সেগুলো বলবেন।'
বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন, মোদির এমন মন্তব্য নতুন কিছু নয়। পূর্ববর্তী বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে মোদির এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নানা উদাহরণ তুলে ধরছেন তাঁরা। যার মধ্যে আছে ২০০২ সালে বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে গুজরাট রাজ্যে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তারপর মোদির দেওয়া কিছু বিদ্বেষমূলক বক্তব্য। ওয়াশিংটনে কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের বিশেষজ্ঞ মিলন বৈষ্ণব বলেন, 'সুতরাং, এতে আমি বিস্মিত হইনি, কিন্তু বিষয়টি আমাকে মর্মাহত করেছে।'

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতে ২০ কোটি মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের হার বেড়েছে। তবে মোদি তাঁর নির্বাচনী প্রচারে এ হাতিয়ারকে ব্যবহার করায় অনেকে অবাক হয়েছেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, মোদি ওই পথে হাঁটবেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেসব সাফল্য পেয়েছেন, সেগুলোকে বারবার সামনে টেনে আনবেন।

২০১৯ সালে ৩০৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল মোদির দল। এবার তারা ৩৭০টি আসনে জয়ের আশা করছে। আর মিত্র দলগুলোর আসন মিলে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৪০০-এর বেশি আসনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। তবে তাদের 'আবকি বার, চার শ পার' (এবার, ৪০০-এর বেশি) স্লোগানটি যেন হিতে বিপরীত হয়ে উঠছে। বিরোধী দলগুলো এই স্লোগানকে পাল্টা এনডিএর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছে।।
দিল্লিভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (সিপিআর) গবেষক রাহুল ভার্মা বলেন, বিরোধীরা এই স্লোগানের ব্যাখ্যা এভাবে দিচ্ছে যে, তারা (বিজেপি) যদি এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসে, তবে তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে। বিরোধীরা দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর প্রাক্-নির্বাচনী জরিপগুলোতে মানুষের মধ্যে অর্থনীতি নিয়ে যে উচ্চমাত্রার উদ্বেগ দেখা গেছে, তাতে বিরোধীদের এমন প্রচারের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ তৈরি হয়েও যেতে পারে।'
ভার্মা মনে করেন, এতেই হয়তো মোদি বিষয়টিতে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে নির্বাচনী প্রচারে 'হিন্দু-মুসলিম' বিভাজন টেনে আনছেন।

মোদির বিভাজনমূলক বক্তব্য কি হতাশার চিহ্ন?

মোদির বিভাজনমূলক বক্তব্যকে হতাশার চিহ্ন বলে মনে করেন না কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের বিশেষজ্ঞ মিলন বৈষ্ণব। তিনি মনে করেন, অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করতেই এমনটি করছেন বিজেপি নেতা। মিলন বৈষ্ণব বলেন, 'হতাশা বললে মনে হবে বিজেপি হেরে যাচ্ছে, যা আমি এ ক্ষেত্রে মনে করি না। ২০১৯ সালে বিজেপি যত আসনে জয়ী হয়েছে, সেগুলো ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন আসনে জয়ী না হলে বিজেপির জন্য ৪০০ আসন পাওয়ার নতুন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করাটা কঠিন হবে।'
বিভাজনমূলক প্রচারণা চালিয়ে গেলেও সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদির কণ্ঠে ভিন্ন সুর শোনা গেছে। টাইমস নাউকে তিনি বলেন, 'আমি ইসলামবিরোধী নই, মুসলিমবিরোধীও নই।'
মোদি দাবি করেছেন, তাঁর সরকারের জনকল্যাণ সুবিধাগুলো সম্প্রদায় বা ধর্মভিত্তিক নয়। তা সবার জন্যই নির্ধারিত। তিনি আরও দাবি করেছেন, মোদি সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নিশ্চয়তা দেয়।
মোদি পাল্টা অভিযোগ করেছেন, বিরোধীরা মুসলিমদের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। তাঁর মতে, মুসলিম সম্প্রদায় কী পরিস্থিতিতে আছে, তা তাদের নিজেদেরই তুলে ধরা উচিত। মোদি বলেন, নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে কী কী ঘাটতি আছে, তা নিয়ে মুসলিমদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।
সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে উল্লেখ করে মোদি বলেন, 'উপসাগরীয় দেশগুলোতে গেলে ভারত এবং আমাকে অনেক সম্মান দেখানো হয়। আর এখানে তার উল্টো।'
ভারতে নির্বাচনে জয়ের পেছনের জটিলতা উন্মোচন করা সব সময়ই একটি চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গিলেস ভার্নিয়ারস মনে করেন, অতীতের অর্জনের ওপর ভিত্তি করে কোনো দলের নির্বাচনে জেতার ঘটনা বিরল।
ভার্নিয়ারস বলেন, 'ভোটাররা বরং দেখে, যেসব দল এবং প্রার্থীরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা তাদের চাওয়া পূরণ করতে পারবে কি না।'
ভার্নিয়ারস মনে করেন, অতীতে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, নিরাপত্তা ও জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলোতে জোর দিয়েছিল। এবার তারা ভোটারদের জন্য খুব বেশি নতুন ধারণা নিয়ে আসতে পারেনি। এ কারণে জাতিগত ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়েছে। মোদি এবং তাঁর দল হয়তো একমত হবে না। তবে একটি বিষয় অনস্বীকার্য: এ নির্বাচন এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষের ব্যাপক জয়ের ইঙ্গিত দেয়নি। কে জয়ী হচ্ছে, কে হারছে–সে ধরনের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।
রাজনীতি বিশ্লেষক প্রতাপ ভানু মেহতা বলেন, 'রাজনীতিতে কখনোই একঘেয়েমির শক্তিকে অবমূল্যায়ন করবেন না।'
অনেকে যে বলছে বিজেপি 'বিচলিত' হয়ে উঠেছে, তার কারণ হয়তো এটাই।

কেজরিওয়ালের মুক্তি সত্যিই কি 'ইন্ডিয়া' জোটকে সুবিধা দেবে

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

'ইন্ডিয়া' জোটের সঙ্গী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন বিরোধীদের এতটাই চনমনে করে তুলেছে যে রাহুল গান্ধী ভোটের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কনৌজ ও কানপুরের ভরা জনসভায় তিনি বলেছেন, '৪ জুনের পর নরেন্দ্র মোদি আর প্রধানমন্ত্রী থাকছেন না। মোদি জমানা শেষ। দরকার হলে এ কথা আমি লিখে দিতে পারি।'
সমাজবাদী পার্টির (এসপি) নেতা অখিলেশ যাদবকে পাশে নিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি রাহুল আরও কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, চার শ পার তো দূর অস্ত, বিজেপি এবার ১৮০ থেকে ২০০ আসনের মধ্যে থেমে যাবে। এই দাবি তিনি অবশ্য আগেও করেছিলেন। কিন্তু শুক্রবার তাঁর সঙ্গে তিনি বললেন, হাওয়া ঘুরে গেছে। উত্তর প্রদেশে ইন্ডিয়া জোট এবার ৮০ আসনের মধ্যে ৫০টি জিততে চলেছে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে 'ইন্ডিয়া' জোটের ৫০ আসন জেতার দাবি হয়তো আকাশকুসুম কল্পনা।
কেননা, পাশার দান ১৮০ ডিগ্রি উল্টে দিতে গেলে যে ঝড়ের প্রয়োজন, এখনো গোটা দেশে তার ছিটেফোঁটাও দৃশ্যমান নয়। তা সত্ত্বেও এ ধরনের আশার ফুলকি ঝরছে রাহুলসহ 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রায় সব নেতার ভাষণে।
এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই প্রধানত দায়ী। প্রচারে যে ধরনের মন্তব্য তিনি করছেন, তা বিজেপির ক্যাডারদের উজ্জীবিত করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেওয়া, সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের বাঁটোয়ারা করা, হিন্দুদের কোটা ছেঁটে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়ার মতো অলীক ও কাল্পনিক শঙ্কা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ তীব্রতর হচ্ছে এমন লক্ষণও নেই। তৃতীয়ত, হুট করে আম্বানি-আদানির কালোটাকা প্রসঙ্গ কেন যে তিনি তুলতে গেলেন, সেই রহস্যের পর্দা এখনো ওঠেনি।
এই প্রথম দেখা গেল, মোদির কথা দলের কেউ লুফে নিলেন না। কেউ-ই এর ব্যাখ্যা দিলেন না। অথচ রাহুল দ্বিগুণ উৎসাহে আদানি-আম্বানি প্রসঙ্গে সরব। এসব প্রলাপের মধ্য দিয়ে মোদি নিজের অসহায়তা ও দুশ্চিন্তাই প্রকাশ করে ফেলেছেন বলে সব মহলে আলোচনা চলছে। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির এমন 'বিচ্যুতি' দেখা যায়নি।
বিরোধী শিবিরে দৃশ্য অন্য রকম। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, হীনবলবিরোধীরা সবাই তাদের প্রচারের অভিমুখ অভিন্ন রেখেছে। বিরোধী কৌশল যথেষ্ট স্পষ্ট। তীব্র বেকারত্ব, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি, কৃষক অসন্তোষ, গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা, জাতগণনা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি এবং স্বৈরতন্ত্র ছাড়া বিরোধীরা অন্য কোনো বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছে না।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় কারাগার থেকে বের হয়ে কেজরিওয়ালও বারবার একটা কথাই বলেছেন, 'স্বৈরতন্ত্রের অবসান' ঘটানোই তাঁর লক্ষ্য। হিন্দু-মুসলমান, রামমন্দির, পাকিস্তানের মতো চেনা ফাঁদে একজনও পা বাড়াচ্ছেন না। অতীতে এই ভুল বিরোধীরা বারবার করেছে। এবার একের পর এক জনসভায় বিরোধী নেতারা ১০ বছরের 'সাফল্যের খতিয়ান' পেশ করতে মোদিকে চাপ দিচ্ছেন। অথচ মোদি তার ধারকাছ দিয়েও হাঁটছেন না।
এর প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎই অনুগত গণমাধ্যমে (গোদি মিডিয়া) বিরোধীরা কিছু বেশি জায়গা ও গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। মোদির 'প্রলাপ' নিয়ে অল্পবিস্তর লেখালেখিও হচ্ছে। ফলে 'বিজেপি খুব স্বস্তিতে নেই' কিংবা 'চার শ পার অসম্ভব' অথবা 'মোদি চিন্তিত' এমন সন্দেহ ও সংশয় ধীরে হলেও সব মহলে মাথাচাড়া দিচ্ছে।
সবচেয়ে বড় কথা, যেসব গণমাধ্যম রাহুল গান্ধীর বোধবুদ্ধি, নেতৃত্ব, অপরিপক্কতা নিয়ে বরাবর কটাক্ষ করেছে, নেতিবাচক প্রতিবেদন লিখেছে, হঠাৎই তারা সংযত। তৃতীয় দফার ভোটের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও এ নিয়ে সয়লাব। সব জায়গায় আলোচিত বিষয় এখন একটাই, তাহলে কি হাওয়া ঘুরতে শুরু করেছে? মোদি কি বিপন্ন বোধ করছেন?
কেজরিওয়ালের জামিন বিরোধী উদ্দীপনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি জামিন পেয়েছেন শর্ত সাপেক্ষে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না। দপ্তর বা সচিবালয়ে যেতে পারবেন না। সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না। আবগারি মামলায় নিজের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না। কোনো সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারবেন না। বিরোধীরা এসব নিয়ে ভাবিত নয়। 'ইন্ডিয়া' খুশি, কেজরিওয়াল প্রচার করতে পারবেন।
শনিবার থেকেই জোর কদমে সেই প্রচার কেজরিওয়াল শুরু করে দিয়েছেন। দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে আপ চার আসনে লড়ছে। বাকি তিন আসনে কংগ্রেস। হরিয়ানায় তারা লড়ছে দুই আসনে। চণ্ডীগড়ের কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে। ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় দিল্লির ভোট মিটে গেলে ১ জুন ভোট হবে পাঞ্জাবে। সেখানে অবশ্য কংগ্রেস-আপ জোট হয়নি। সব মিলিয়ে ৩১ আসনে কেজরিওয়ালের প্রচার বিজেপির বাড়া ভাতে কতটা ছাই ফেলে, শাসক দলের নেতারা তা বোঝার চেষ্টা করছে। বিজেপির এক নেতার কথায়, সুপ্রিম কোর্ট জামিন দেওয়ায় এমন ধারণা জন্মাতে পারে, সরকার যা করেছে, তা জবরদস্তি। অকাট্য প্রমাণ থাকলে জামিন হতো না। তিনি বলেন, সবকিছু খুব একটা ঠিক নেই। হরিয়ানা রাজ্যে সরকারের সংকটও তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।
হরিয়ানার বিজেপি সরকার হঠাৎই টলমল করছে। শরিক দল জেজেপি সরকার ছেড়ে বেরিয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়েছে। তিন স্বতন্ত্র বিধায়কও বিজেপিকে ছেড়ে কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে। কংগ্রেস দাবি জানিয়েছে, সংখ্যালঘু বিজেপি সরকার এখনই ফেলে দেওয়া হোক। রাজ্যপাল নিরুত্তর।
এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি মদন বি লোকুর, দিল্লি হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এ পি শাহ এবং 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক এন রাম প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রাহুল গান্ধীকে প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় অংশ নিতে অনুরোধ করেছেন। দুই নেতাকেই তাঁরা চিঠি লিখেছেন। রাহুল চিঠির উত্তরে বলেছেন, তিনি প্রস্তুত। যেকোনো দিন যেকোনো স্থানে তিনি উপস্থিত থাকবেন।
গতকাল শুক্রবার লক্ষ্ণৌতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান সম্মেলনে যোগ দিয়ে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি প্রস্তুত। কিন্তু জানি, মোদিজি প্রস্তুত নন। উনি কোনো দিনই আমার সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেবেন না।' নরেন্দ্র মোদি সাবেক বিচারপতিদের সেই চিঠির জবাবই দেননি।

প্রথম নজর

হুড খোলা গাড়িতে রোড শো পাঠানের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে শনিবার রোড শো'তে বেরিয়ে লস্যিতে চুমুক ইউসুফ পাঠানের। শনিবার দুপুরে বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা এলাকা থেকে শেষ নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে রোড শো শুরু করেন বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। হাজার হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি নেতৃত্বে ইউসুফ পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে এই রোড শো শুরু হয়। বহরমপুরের খাগড়া এলাকায় ইউসুফ পাঠান হুড খোলা গাড়িতে থাকা অবস্থায় এক লস্যি বিক্রেতা এক ভাড় লস্যি তুলে দেন ইউসুফ পাঠানের হাতে।

রোড শো চলাকালীন তপ্ত গরমের মধ্যে ঠান্ডা লস্যিতে চুমুক দেন ইউসুফ পাঠান। মুখে হাসি নিয়ে কাউকে হাত মেরে কাউকে হাতজোড় করে প্রণাম জনিয়ে ঠোঁট ভিক্ষা করেন ইউসুফ পাঠান। এদিন এই রোড শোতে ভিড় ছিল নজর কাড়ার মতো।

কাকলির উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগদান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়িরহাটখোলা বাজারে শনিবার এক নির্বাচনী জনসভায় বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতিতে উত্তর মাটিকুমরা এবং মোল্লাপাড়া বুথ থেকে অসংখ্য আইএসএফ কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য যেসব জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়েছেন তার সুফল পাচ্ছেন বাংলার আপামর মানুষ। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয়লাভ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে নির্বাচিত করে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে হবে।এদিন প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, নির্বাচনী কমিটির জয়েন্ট কনভেনর তথা দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ, প্রধান বাপ্পা মন্ডল, উপপ্রধান লিয়াকত আলি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এনামুল হক, নারায়ণ বিশ্বাস, পারভীন সুলতানা, কমল কাহার, বাগবুল ইসলাম, হাজী আশরাফ আলী সহ আরও অনেকে।

চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ইটাহারে

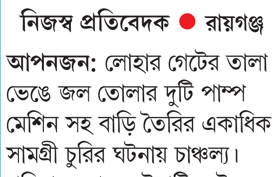

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: লোহার গেটের তালা ভেঙে জল তোলার দুটি পাম্প মেশিন সহ বাড়ি তৈরির একাধিক সামগ্রী চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার বিধিবাড়ি গ্রামে। নিত্যদিন চুরির ঘটনা ঘটায় ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিসের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ বাসিন্দাদের। জানাযায়, বিধিবাড়ি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুদ্দিন আহম্মেদ ও ভানু মহম্মদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল গ্রামে। ফলে পাশের একটি বাড়ির ভাড়া ঘরে বাড়ি নির্মানের বিভিন্ন সরঞ্জাম মজুত করে রেখেছিলেন দুই ব্যক্তি। তবে শনিবার ভোরে সেই ভাড়া ঘরের লোহার গেটের তালা ভেঙে ঘরে থাকা জল তোলার পাম্প মেশিন সহ বাড়ি নির্মানের বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি হয়। শনিবার সকালে বিষটি নজরে আসে স্থানীয় অন্যান্য বাসিন্দা সহ হাফিজুদ্দিন আহম্মেদ ও ভানু মহম্মদের। চুরির ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

কলেজে যোগ সচেতনতা শিবির

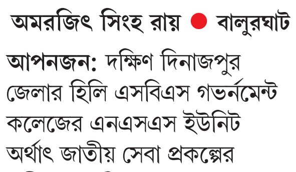

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজের এনএসএস ইউনিট অর্থাৎ জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধীনে একটি যোগ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই সচেতনতা শিবিরের মূল বক্তা ছিলেন উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য যোগ ব্যক্তিত্ব পঙ্কজ ভগত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ড. অভিজিৎ সরকার ও কলেজের অধ্যাপক ত্রিদ্বীপ পন্ডিত। পেশায় যোগ শিক্ষক ও ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-কর্মকর্তা পঙ্কজ ভগত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে খুব সহজভাবে যোগ বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আলোচনা করেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করেন যোগ নিয়ে পড়াশোনা করলে জীবনে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এবং সুষ্ঠ জীবন যাপন করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করছে।

এসএসসি নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যে ফের টাকার বিনিময়ে চাকরি!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে যখন গোটা রাজ্য তোলপাড় তার মধ্যে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ মালদহের গাজোলে। এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নাম জড়ালো তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে বিষয়টি। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে টাকা ফিরিয়ে না দিতে চাওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনায় রীতিমত শোরগোল পড়েছে মালদার গাজোল ব্লকে। জানা গিয়েছে ওই ব্লকের এক চাকুরি প্রার্থীর কাছে ১২ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এমনকি টাকার বিনিময় চাকুরি প্রার্থীকে জয়েন লেটার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত হয়েছিলেন ওই চাকুরী প্রার্থী। জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে পড়ে তাকে জানানো হয় তার নিয়োগপত্রটি নকল । তারপরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এর কাছে দারস্ত হোন ওই চাকরি প্রার্থী কিন্তু টাকা দিতে অস্বীকার করে। পরে মালদহ জেলা আদালতের দ্বারস্থ হন চাকুরী প্রার্থী। নিম্ন আদালত টাকা ফেরত দেওয়ার রায় ঘোষণা করে। তারপরও এখনো পর্যন্ত টাকা দেয়নি ওই চাকরি প্রার্থীকে উল্টে তাকে হুমকি দিচ্ছে ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী সুকুমার বালো, বাড়ি গাজলের শংকরপুর এলাকায়। তিনি জানান, আমার স্ত্রীকে ২০১৬ সালে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে গাজলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন তার কাছ থেকে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেয়। প্রাথমিক চাকরি পদে নিয়োগের নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় তাকে এবং সেই নিয়োগপত্র নিয়ে গাজোলের একটি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন তার স্ত্রী। তারপর দুই সপ্তাহ পর এসআই অফিস থেকে নিয়োগ পত্রটি দেখতে চাওয়া হয় এবং সেখানেই এসআই অফিস জানিয়ে দেন এই নিয়োগ পত্রটি বাতিল করা হয়। নিয়োগপত্রটি নকল। তারপর টাকা ফেরতের জন্য গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের কাছে আমরা যাই প্রথমে, টাকা দিতে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে তিনি একটি চেক দেন কিন্তু সেই চেক ব্যাংকে জমা দিলে সেই চেক বাউন্স খায় আমরা সেই বিষয়ে তাকে জানিয়েছি কিন্তু তিনি আমাদের টাকা দেননি। অবশেষে মালদা জেলা আদালতে আমরা দারুস্ত হই ।মালদা জেলা আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেয়।

অভিযুক্ত মোজাম্মেল হোসেন টাকা ফেরত এর জন্য জেলা আদালত নির্দেশ দেন তারপরেও আদালতের নির্দেশকে না মেনে টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে তারা আবারও জেলা আদালতে দারস্ত হন। পাশাপাশি টাকা চাইতে গেলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন গাজল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। তিনি জানান সুকুমার বালো বলে তিনি কাউকে চিনেন না। এটা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র আমার নামকে বদনাম করার জন্য। আইন সবার জন্য যিনি অভিযোগ করেছেন সে ক্ষেত্রে তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন তাহলে আমিও তার বিরুদ্ধে আদালতে দ্বারস্থ হব।

ভোটের আগে ঘরমুখী হচ্ছেন ভিন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা

আজিম শেখ ● ,বীরভূম

আপনজন: লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শেষ মুহূর্তে যে যার মতো করে প্রচারে ঝড় তুলছে।২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি দখলের জমজমাট লড়াইয়ে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে চাইছে না। তবে এবারের লোকসভা ভোটে পরিযায়ী শ্রমিকরা আলোচনার শীর্ষে রয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ দপ্তর গঠন করেছে। সেখান থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকরা। দুয়ারে সরকারে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম সরকারিভাবে নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে ও শ্রমিকদের জন্য কর্মসাথী অ্যাপস নিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে চতুর্থ দফার ভোট ১৩ই মে তার আগে অন্য চিত্র ধরা পড়লো বীরভূম জেলার বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনগুলোতে। কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিক লোকসভা ভোট দিতে ঘরে ফিরছে। লোকসভা ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশন বাসগুলো তুলে নিয়েছে। বাস তুলে নেওয়াতে সমস্যায় পড়েছেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। রেলপথে ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে ঘন্টার পর ঘন্টা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে শ্রমিকরা। ভোটের আগে শ্রমিকদের জন্য স্পেশাল ট্রেন না দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। রাজমিস্ত্রি কাজের সঙ্গে জড়িত চেন্নাই ফেরত নজফুল সেখ, অনন্ত কোনাইরা জানান, আমরা চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করি। আমাদের মোবাইলে ফোন এসেছিল এবং ভোট দিতে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা প্রতিবারই ভোটের আগে ফিরে আসি এবং গণতন্ত্রের মহা উৎসবে সামিল হই। এবারের ভোট বাঙালি জাতিসত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার ভোট। বাঙালি শ্রমিকদের বাইরের রাজ্যগুলোতে হয়রানি করা হচ্ছে, বাংলাতে কথা বলার জন্য মারধর করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রমিকদের জন্য অনেক জনকল্যাণমুখী কাজ করছে তার জন্য আমরা খুব খুশি।

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ অধ্যাপক সামিরুল ইসলাম জানান, আমাদের কাছে খবর আছে বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরে আসছে গণতন্ত্রের মহোৎসবে সামিল হওয়ার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের পাশে আছে। অতীতে লকডাউন এবং বর্তমানে আমাদের দপ্তরের মাধ্যমে বহু পরিযায়ী শ্রমিককে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রমিকরা মমতা ব্যানার্জির পাশে আছেন।

জামিয়া রহমানিয়ার মুখ উজ্জ্বল করল বাগবুলরা

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

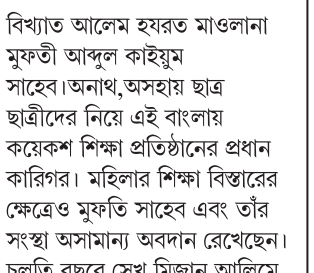

আপনজন: এবারে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় অনেক মেধাবী ছাত্র তুলনামূলক ভালো ফলাফল করলেও তাহারা অন্ধকারে রয়ে গেছে। মাদ্রাসার পড়ুয়ারা যে অনেক ভাল ফলাফল করেছে তাদের মধ্যে ইলিয়াস গাজী ফাজিল পরীক্ষায় ৪৯৭ পেয়ে জামিয়া রাহমানিয়া প্রতিসঠানকে কে সমৃদ্ধ করেছে সেটা বলাই বাহুল্য। ইলিয়াসের পিতা আজিজুর রহমান মহজিদের পেস ঈমাম।চারভাইবোনের মধ্যে মধ্যম সন্তান ইলিয়াস যোগ্য এক শিক্ষক হয়ে ছাত্র সমাজকে উজ্জিবীত করতে আগ্রহী। অন্যদিকে বাগবুল মন্ডল এবার একই প্রতিষ্টান থেকে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭৪১ নম্বর পেয়ে।বাগবুল নিজেও একজন শিক্ষক হতে চাই। ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্ম কে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ইচ্ছা বাবুলের। আসলেই যে প্রতিসঠানে এই মেধাবী ছাত্ররা সুনামের সঙ্গে কৃতকার্য হয়েছে সেই ঐতিবাহী প্রতিস্ঠানের কর্নধার হলেন বাংলার বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল কাইয়ুম সাহেব।অনাথ,অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই বাংলায় কয়েকশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কারিগর। মহিলার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও মুফতি সাহেব এবং তাঁর সংস্থা অসামান্য অবদান রেখেছেন। চলতি বছরে সেখ মিজান আলিমে ৭৩৫, মোস্তাফিজুর রহমান ৭৩৫,ফাজিলে হাসানুজ্জামান বিশ্বাস ৪৮৭ ও আকরামুল মোল্লা ৪৭৯ নম্বর পেয়ে সাফল্য পেয়েছে।বহু অমুসলিম পড়ুয়ারা মাদ্রাসা পরীক্ষায় ভাল সাফল্য পেয়েছে।আসলে একাংশ মানুষ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর যে আঙ্গুল তুলে অপবাদে কাঠগড়ায় দাঁড় করান ,সেটা থেকে কিছুটা শিক্ষা পেতেই পারেন।

ফাঁসিদেওয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

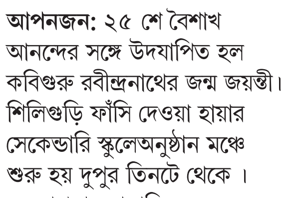

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: ২৫ শে বৈশাখ আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী। শিলিগুড়ি ফাঁসি দেওয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলেঅনুষ্ঠান মঞ্চে শুরু হয় দুপুর তিনটে থেকে । ব্যবস্থাপনায় বাঙালি ও বাঙালিয়ানা সংগঠক সমীর মুখার্জি নেতৃত্বে এবং এলাকার মানুষের সহযোগিতায়। মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো প্রায় তিন শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ছিল । শিশুদের কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নৃত্য অনুষ্ঠান সংগীত প্রতিযোগিতা।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন শ্রী শংকর সরকার শিলিগুড়ি শহর আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত। উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রণে এসেছিলেন কবি সাহিত্যিক শিল্পীগণ ।

শেষ প্রচারে অধীরের মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: সোমবার লোকসভা নির্বাচন রয়েছে বহরমপুরে। শুক্রবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। আর শেষ দিনে রাজনৈতিক সৌজন্যের সাক্ষী থাকল বহরমপুরবাসী। শনিবার সকালে বহরমপুরে কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে রোড শো করছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। একই সময়ে বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা এলাকা থেকে একটি নির্বাচনী রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা।

দুই প্রার্থীর মধ্যে দেখা হয় বহরমপুর লালদিঘি এলাকায়। দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর পরিবর্তে হুডখোলা গাড়িতে অধীর চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা দু"হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানান। প্রত্যুত্তরে অধীর চৌধুরীও বিজেপি প্রার্থীকে নিজের গাড়ি থেকে নমস্কার করেন। ঠিক সেই সময়ে নির্মল সাহা নিজের গাড়িতে রাখা ফুল অধীর চৌধুরীর দিকে বার কয়েক ছুড়ে দেন।

লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তৃতীয় দফায় মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরে ভোট হওয়ার পরও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা সামনে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় এখনও বিক্ষিপ্ত ঝামেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভোট ঘোষণার পর থেকে বার বার উত্তেজনা ছড়িয়েছে বহরমপুরেও। প্রচারে বেরিয়ে বার বার বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন অধীর। সেই পরিস্থিতিতে ভোট ময়দানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সৌজন্যের নয়া নজির দেখল বহরমপুরবাসী।

বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি চেনে না: অভিষেক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান উত্তরের রামনগর থেকে হাটগোবিন্দপুর পার্টি অফিস পর্যন্ত কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ নিয়ে রোড শো করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদের সমর্থনে রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী কীর্তি আজাদ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় , বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নিশীথ মালিক। অভিষেক ব্যানার্জি বলেন রোড শোতে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করছে বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা । এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ তিনি সর্বদা মন্তব্য করেন কখনো গর্তে পুঁতে দেব কখনো বলেন হসপিটালে পাঠাবো কখনো বাঙালিকে অপমান করার জন্য বলেন দুর্গার মা-বাবাকে কেউ চেনে না। তাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঙালি মাছ খাই বলে ব্যঙ্গ করেন, বাঙালি কে হিন্দু বিরোধী বলেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষকদের কোন সাহায্য ও সহযোগিতা করেনি বরঞ্চ সারের দাম বাড়িয়ে, কৃষি যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়ে চাষীদের বিপদে ফেলেছে। রাজ্যের বিজেপি মহিলাদেরকে কিভাবে অপমান করতে হয় সন্দেশখালীর মন্ডল সভাপতি তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। মাত্র দু হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাকে অপমান করেছে। ১৩ তারিখ ভোটে এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার, ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে এর যোগ্য জবাব দিতে হবে ভোটের মাধ্যমে। দিলীপ ঘোষ মেদনিপুর থেকে বর্ধমান এসেছে ।মেদনি পুরে কোন পরিষেবা সাধারণ মানুষ পাইনি, পাঁচ সপ্তাহ মেদনিপুরে তাকে দেখা যায়নি। এই বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি চেনে না বাংলার কৃষ্টি চেনে না। আপনি কি খাবেন কি পড়বেন কার সঙ্গে গল্প করবেন সেটা ওরা ঠিক করে দেবে, ওরা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাই। কয়েকটা ভোটের জন্য ওরা সন্দেশখালি বাংলার মা বোনেদের সম্মানহানি ঘটিয়েছে। বাংলার অন্যতম কয়লা মাফিয়া দুষ্কৃতিকারী জয়দেব খান অন্ডালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে রিসিভ করছে। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীরা বসে থাকে। এদের কাছে আমাদের নৈতিকতা শিখতে হবে। এই বিজেপি সরকার সবচেয়ে বেশি তপশিলিদের ওপর অত্যাচার করেছে। দেশের মধ্যে ১৩ হাজারের বেশি তপশিলিদের উপর উত্তরপ্রদেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচার করেছে যা দেশে প্রথম। দ্বিতীয় পজিশনে আছে রাজস্থান বিজেপি শাসিত রাজ্য। বিজেপির শাসিত রাজ্যে তপশিলিদের উপর কিভাবে অত্যাচার হয় তার এক নিদর্শন এক তপশিলি জাতির মানুষকে বিজেপি নেতা প্রস্রাব করে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সভা করণদিঘী ব্লকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রানিগঞ্জ অঞ্চলের পালসাতে অবস্থিত সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এন. জেড. মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুলে স্নাতক দিবস ও অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয় শনিবার। পাশাপাশি এদিন নাচ, গান কবিতা আবৃত্তি শিক্ষামূলক নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের হাতে মার্কসিট তুলে দেওয়া হয়। এ বছরের মাধ্যমিককে এন.জেড. মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুলের পড়ুয়া আরমান রাজা ৬৬৪ নম্বর অথার্ৎ ৯৪.৮৬ শতাংশ পেয়ে করণদিঘি ব্লকে মাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ৮৭. ১৪ শতাংশ পায় ও মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ৮৫. ১৪ শতাংশ পায় এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্যরা মাধ্যমিককে ভালো ফল করে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন মঞ্চে বক্তব্য রেখে বলেন, আমাদের স্কুল জেলায় দ্বিতীয় এবং ব্লকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলের নিরিখে। পশ্চিমবঙ্গের দশটা স্কুলের মধ্যে এই স্কুল একটা হতে হবে, এটি সুনিশ্চিত করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। বিকাশ ভবন পর্যন্ত যেন এই বার্তা যায় যে, রানীগঞ্জ এর পালসা গ্রামে এক স্কুল রয়েছে সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করছে। এন.জেড. মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুলে চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্বাসউদ্দিন জানান, করণদীঘি ব্লকে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থানে রয়েছে। এবারও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ৯০% নম্বর পেয়েছে। আগামীদিনে অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থাকে জোরদার করার চেষ্টা করবো। এদিন উপস্থিত ছিলেন এন.জেড. মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য ভবেন ঘোষ, রহাটপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান সহ আরও অনেকেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সবাহি মক্তব ফাইনালে নজর কাড়া সাফল্য আফরোজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অসম

আপনজন: সদ্য ঘোষিত উত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামীর পরিচালিত ২০২৪ সালের সবাহি মক্তব ফাইন্যাল পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য লাভ করেছে ইসমত আফরোজা ফেরদৌস। কর্ণমধু মোদাইর পাড়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, স্কুল শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব ও শিক্ষিকা মিসেস হামিদা খানমের একমাত্র কন্যা আফরোজা।

উল্লেখ্য,গত ১০ মে আমীরে শরীয়ত আল্লামা ইউসুফ আলী সাহেবের উপস্থিতিতে ২০২৪ সনের সবাহি মক্তব ফাইনালের ফলাফল ঘোষণা করেন বিভাগীয় সম্পাদক ডঃফজলুর রহমান লস্কর সাহেব। এতে ৯৮.৭৫% শতাংশ নম্বর নিয়ে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন মেধাবী পড়ুয়া ইসমত আফরোজা ফেরদৌস। তার প্রাপ্ত নম্বর হল ৪০০ এর মধ্যে ৩৯৫। প্রথম বারের মতো “মুদাইরপাড়া” সবাহি মক্তব থেকে পরীক্ষায় বসে আফরোজা মেধা তালিকায় ইর্ষণীয় স্থান দখল করতে পেরেছে। জিয়াধরা-মুদাইরপাড়া গুডউইল একাডেমিতে সে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি ক্লাসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে।

‘প্রবাহ’র পথ চলা শুরু হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট সুবর্ণ তটে অনুষ্ঠিত হলো ‘প্রবাহ ‘ অলাভ জনক সাংস্কৃতিক সংস্থার আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান। এই সংস্থায় শ্রুতিনাটক, আবৃত্তি এবং সঞ্চালনা শেখানো হবে। পরবর্তীকালে অন্যান্য স্টীম চালু করা হবে। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। উপস্থিত ছিলেন শহরে বসবাসকারী বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী সহ শহরের সাংস্কৃতিক মনস্ক বহু মানুষ জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি পুলক চৌধুরী।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

আপনজন ■ রবিবার ■ ১২ মে, ২০২৪

■ প্রবন্ধ: বাংলার প্রথম এবং একমাত্র নারী নবাব
■ নিবন্ধ: 'আমরা জনগণ' ভারতের ভাগ্যের নির্ধারক
■ অণুগল্প: পাপান ও সেই লোকটি
■ বড় গল্প: কৃতজ্ঞতা
■ ছড়া-ছড়ি: প্রস্থান

বাংলার প্রথম ও একমাত্র মহিলা নবাব

তৎকালীন বাংলায় জমিদার হিসেবে বেশ কয়েকজন নারী দায়িত্বপালন করেছেন, কিন্তু নবাব উপাধি পাওয়া একমাত্র জমিদার ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তিনি কেবল প্রথম নারী নবাব হিসেবেই নন, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন। এর বাইরে তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। লিখেছেন **মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম..**

তৎকালীন বাংলায় জমিদার হিসেবে বেশ কয়েকজন নারী দায়িত্বপালন করেছেন, কিন্তু নবাব উপাধি পাওয়া একমাত্র জমিদার ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তিনি কেবল প্রথম নারী নবাব হিসেবেই নন, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন। এর বাইরে তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন।

মুসলমান নারীদের লেখা প্রথম বাংলা সাহিত্যকর্ম 'রূপজালাল' এর লেখক ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী। ১৮৩৪ সালে কুমিল্লার হোমনাবাদ পরগনা যা এখন লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁওয়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত এবং বাংলাসহ কয়েকটি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে পারতেন।

নওয়াব উপাধি পাওয়া

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কবে থেকে জমিদারির দায়িত্ব নেন তা নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত পাওয়া যায়। তার নবাব উপাধি পাওয়ার পেছনে একটি গল্প রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আরিফা সুলতানা বিবিসিকে বলেছেন, ১৮৮৯ সালে রানি ভিক্টোরিয়া তাকে নবাব উপাধি প্রদান করেন, কিন্তু তার আগে দুইবার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী তাকে দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের 'বেগম' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'ফয়জুন্নেসার জনহিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ মহারানী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ সালে তাকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই বাংলার প্রথম মহিলা যিনি এই উপাধি লাভ করেন'।

রওশন আরা বেগমের লেখা 'নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ' নামে বইয়ে বলা হয়েছে, ঐ সময় ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডগলাস।

স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সরকারি অর্থ আসতে দেরি হওয়ায় তিনি স্থানীয় ১০জন জমিদারের কাছে ঋণ হিসাবে ১০ হাজার টাকা করে এক লাখ টাকা চেয়েছিলেন।

কিন্তু স্বল্প সুদে কেউই যখন তাকে ঋণ দেয়নি, সেসময় ফয়জুন্নেসা চৌধুরী এক লাখ টাকা দান করেন ডগলাসকে। এবং তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঐ অর্থ ফেরত দিতে হবে না।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ' বইটিতে বলা হয়েছে, ফয়জুন্নেসার এই অবদানের কথা ম্যাজিস্ট্রেট ইংল্যান্ডে রানি ভিক্টোরিয়াকে লেখেন।

এরপর জনহিতৈষী কাজের জন্য রানি ভিক্টোরিয়া জমিদার ফয়জুন্নেসাকে 'বেগম' উপাধি দেন। কিন্তু ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী দুইবার সেই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন, 'তার প্রজাদের কাছে এমনিতেই তিনি বেগম হিসেবে পরিচিত, সুতরাং নতুন করে ঐ উপাধির প্রয়োজন নেই'।

এরপর রানি ভিক্টোরিয়ার মনোনীত এক প্রতিনিধিদল এসে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পাঠায় ইংল্যান্ডে। তার ওপর ভিত্তি করে ১৮৮৯ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ফয়জুন্নেসাকে 'নওয়াব' উপাধি দেন।

কথিত আছে আড়ম্বরপূর্ণ এক সরকারিভাবে আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। অভিষেক অনুষ্ঠানে তাকে হীরাখচিত একটি পদক, রেশমি চাদর এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

নারী শিক্ষায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

তৎকালীন বাংলায় জমিদার হিসেবে বেশ কয়েকজন নারী দায়িত্বপালন করেছেন, কিন্তু নবাব উপাধি পাওয়া একমাত্র জমিদার ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তিনি কেবল প্রথম নারী নবাব হিসেবেই নন, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন। এর বাইরে তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। মুসলমান নারীদের লেখা প্রথম বাংলা সাহিত্যকর্ম 'রূপজালাল' এর লেখক ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী। ১৮৩৪ সালে কুমিল্লার হোমনাবাদ পরগনা যা এখন লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁওয়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত এবং বাংলাসহ কয়েকটি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে পারতেন।

বাংলাপিডিয়া বলছে, ১৮৭৩ সালে তিনি নারীশিক্ষা প্রসারে প্রথম কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এটি উপমহাদেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের প্রাচীনতম স্কুলগুলোর অন্যতম, এমনকি বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই স্কুল। বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে।

পরবর্তীতে ঐ বিদ্যালয়টি কলেজে রূপান্তরিত হয়।

ঐ স্কুলটি ছাড়াও হোমনাবাদ এবং লাকসামের বিভিন্ন এলাকায় তিনি স্কুল ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৪টি মৌজা, তার প্রত্যেকটিতে একটি করে মোট ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

'নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ' বইয়ে বলা হয়েছে, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী মেয়েদের পড়াশোনায় সহায়তা করার জন্য স্থানীয়ভাবে হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার খরচ বহন করা হত তার জমিদারির আয় থেকে।

এছাড়া পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তিও দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

এছাড়া এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ, দিঘি-জলাশয় খননসহ নানা ধরণের জনহিতকর কাজে তিনি অবদান রেখেছেন। এলাকায় মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

১৯০৩ সালে ৬৯ বছর বয়সে তিনি কুমিল্লার লাকসামে মৃত্যুবরণ করেন।

যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানি নে...

আতিকুর রহমান

সেই সময় চলছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধীজীর এই আন্দোলনে দেশবাসীর উন্মাদনা ছিল বিস্ময়কর। ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার আদর্শ মানুষের মনে তখন ব্যাপক আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। অসহযোগ আন্দোলনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির বিষয় ছিল একাধিক।

চরকাকে গান্ধীজি যেভাবে দেশবাসীর সামনে জাতীয় প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটি মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গিয়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তখন দল বেঁধে স্কুল ছাড়তে আরম্ভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয়গুলিকে আদর্শগত দিক থেকে মেনে নিতে পারেন নি। স্কুল-কলেজ ত্যাগ করলে ইংরেজদের ক্ষতির চাইতে দেশের ক্ষতি বেশি হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। আসলে এসব রাজনৈতিক ঝোঁকের সঙ্গে গুরুদেবের কবিপ্রাণের মিলন কখনোই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া গুরুদেব লক্ষ্য করেছিলেন, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে গান্ধীজীর প্রকৃত আদর্শের ব্যবধান রয়েছে। বাস্তবে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিই সত্য হয়েছিল – চৌরিচৌরার ঘটনা সেই সাক্ষ্য বহন করে।

যাই হোক, আসল কথা হলো রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু, মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের এই ভিন্নমত গান্ধীজীর প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ নয় – এটা কবিগুরুর স্বতন্ত্রতা। বিষয়টিকে গান্ধী-বিরোধিতা না বলে ভাবের আদান-প্রদান হিসেবে দেখায় উচিত। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, দেশের সব মানুষের মনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলাই সবচেয়ে জরুরি। কেননা তাহলেই ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে কার্যত রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু মজার বিষয় হল, তাঁর এই কাজে গান্ধীজির নেতৃত্বেই আস্থা রেখেছিলেন গুরুদেব।

উল্লেখ্য, গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং গভীরভাবে আন্তরিক। গান্ধীজি যেমন রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করে চিঠি লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি গান্ধীজিকে 'মহাত্মাজী' বলে সম্বোধন করতেন। গান্ধীজি তাঁর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আর্থিক সহযোগিতার চেষ্টা করেছেন। উভয়ের মধ্যে এমন আত্যন্তিক সম্পর্ক সত্যিই আমাদের আবেগে আপ্লুত করে তোলে। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনকে তাঁর দ্বিতীয় ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'Wherever I am Shantiniketan is always in my heart.'

সে যাই হোক, আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি।

অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল, আর সেই ঝড় গুরুদেবের শান্তিনিকেতনেও দেখা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে শুরু করে অসংখ্য শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজীর আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

এই সময় একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে আশ্রমে এক বিতর্কসভার আয়োজন করেছিলেন।

বিতর্কসভার সভাপতি ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সেদিনের বিতর্কসভাটি তুমুল জমে উঠেছিল। একদিকে গুরুদেবের ভাবাদর্শ অন্যদিকে গান্ধীজীর আন্দোলন – সেই অসামান্য বিতর্ক আলোচনার শেষে ছাত্রদের কাছে ভোট নেওয়া হল – এই দুই মহামানবের মধ্যে তারা কাকে গ্রহণ করে তা জানতে চাওয়ার জন্য। ভোট নিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ছাত্রই মহাত্মাকে গ্রহণ ও গুরুদেবকে বর্জন করেছেন।

বিষয়টি ভাবলে আমাকে আশ্চর্য লাগে এবং কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন কি তাঁর আশ্রমের ছাত্রদের প্রতি কোন অভিমান করেছিলেন? নাহ্, একেবারেই তা নয়। সেদিন সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – তিনি আজ আপ্লুত। কেননা সেই বিতর্ক সভাটি প্রমাণ করেছিল, তাঁর আশ্রমে ছাত্ররা কোনো একটা বিশ্বাসকে অন্ধ ভাবে আঁকড়ে না থেকে, খোলা মনে ভাবতে শিখেছে, আর স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সাহস পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রেগে তো গেলেনই না, বরং আবেগ আর কৃতজ্ঞতায় বলে উঠলেন, 'আজ আমার আশ্রমের শিক্ষা সার্থক হল।'

এই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ! আজ যখন আমরা রাজনৈতিক জিঘাংসার আগুনে প্রিয় জন্মভূমিকে দগ্ধ হতে দেখি তখন এইসব মহামানবদের কথা মাথায় আছে। ভিন্নমতের প্রতি এই সব প্রাণময় শিষ্টাচার অন্তরকে আবিষ্ট করে। পঁচিশে বৈশাখে যখন সবাই রবীন্দ্রনাথকে গানে কবিতায় সংস্কৃতির আলো ঝলমল পরিবেশে অনুভব করতে চায়, আমি তখন আমাদের ক্রূরতা, অসহনশীলতা, শঠতা, সহিংসতা, অবিবেচনা ও আদর্শহীনতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে লজ্জিত হয়ে দাঁড়াই।

লজ্জায় কোন কথা বলতে পারি না। হয়তো শুনতে পাই পথের ধারে অথবা কোন মঞ্চে অথবা কোন সাধু পুরুষের কণ্ঠে গুরুদেবের গান – কিন্তু বিশ্বাস করো হে গুরুদেব, আমি আক্ষেপ করি এই ভেবে যে, যদি তোমাকে আরো কিছুটা বুঝতে পারতাম ...

‘আমরা জনগণ’ ভারতের ভাগ্যের নির্ধারক

এম ওয়াহেদুর রহমান

ভারতের জনগণই হল সংবিধানের উৎস তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাই হলো সংবিধানের আইনগত ভিত্তি। ২০২৪ সালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভা নির্বাচনে দেশব্যাপী তৃতীয় দফার ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকি রয়েছে আরো চার দফা ভোট। আসলে এই ভোট কিংবা গণতান্ত্রিক উৎসব হলো দেশ, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার। এই সংসদীয় নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এই নির্বাচন নিছক একটি স্থানীয় বিষয় নয় বরং একটি বৈশ্বিক ঘটনা।যা বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিফলিত করে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ভার কাদের হাতে থাকবে -- লোকসভা নির্বাচনে জয় - পরাজয় সেটি নির্ধারণ করবে। ভোটাধিকার প্রয়োগ সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই লোকসভা নির্বাচনে সকল কে আহ্বান জানানো হয়েছে গণতন্ত্রের উৎসবে যোগদান করার জন্য। প্রতিটি ভোটার যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় প্রতিটি নাগরিকের ভোট খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

সংবিধান হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন ও প্রশাসনিক তথা ঐতিহাসিক দলিল। এছাড়াও সংবিধান হলো সমাজের দর্পণ।আর প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের অন্তরাত্মা বা নির্যাস স্বরূপ অর্থাৎ Keystone of the Constitution . ভারতের সংবিধান হলো বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এই দলিল মূলতঃ আর্থ - সামাজিক দলিল। ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্রের মৌল ভিত্তি হিসেবে ন্যায়, স্বাধীনতা,সাম্য ও মৈত্রীর আশাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক তথা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হলো সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ। তবে মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় তা ছিল না।১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই দুই টি বিষয় কে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবনা ছাড়া ও ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার, চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতি, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ক এর মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে সংবিধানের রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। নির্দেশমূলক নীতি গুলোর মধ্যে একটি অন্যতম নীতি হলো আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত রাষ্ট্র দর্শনের মূল কথা হলো সাম্য ও গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ব্যতিরেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আকাশে দূর্যোগের কালো মেঘ দেখা দেবে। অর্থাৎ A political democracy without an economic and social democracy is an invitation to trouble and danger.ভারতের সংবিধানের অন্যতম লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। তবে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় Democratic Socialism এর নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Private Sector এবং Public Sector এর যৌথ উদ্যোগে Mixed Economy গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্নসৌধ সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপরে গড়ে তোলা যায় না। ভারতের সংবিধানে জাতি,ধর্ম,বর্ণ, ভাষা,শ্রেণী,ও জন্মস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে মর্যাদা প্রদানের নীতি স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের কেবলমাত্র আইনগত ঘোষণার মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । সমাজে শ্রেণী - বৈষম্য , দারিদ্র্য ও শোষণ বঞ্চনার উপস্থিতিতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রভৃতির অভিশাপ সমাজ জীবনে বিদ্যমান। ভারতের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।এ হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্র । কিন্ত অর্থনৈতিক শোষণ,ব্যাপক ধনবৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতি এখন ও দেশে প্রকট। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে নি। তাই যখন আপনি ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে ভোট দিবেন তখন একটি বারের জন্য ও ভাবুন - দেশ তথা গণতন্ত্র আপনার ভোটদানের উপর নির্ভর করছে। আপনার একটি ভোটই পারে সংবিধানকে রক্ষা করতে । এখনও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত,প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষের অবস্থান এখন ও দারিদ্র্য রেখার নিম্নে। এক কথায় শিক্ষা হীন,অন্ন হীন , বেকারত্ব সমস্যার চাপে জনজীবন কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা রাজনৈতিক দল গুলো নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে কখনো সংখ্যালঘু রাজনীতি বা কখনো ধর্মের জিগির,বা কখনো জাতিগত বৈষম্য প্রভৃতি কে সুকৌশলে উপস্থাপন করছে। কিন্ত তাই বলে ‘ আমরা জনগণ ‘ কি একবারও ভেবে চিন্তে ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপবো না, কেননা ‘ আমরা জনগণ ‘ এর উপরই নির্ভর করে ভবিতব্য জীবনের স্বপ্ন।

কৃতজ্ঞতা

জহির-উল-ইসলাম

বড় গল্প

গতসপ্তাহের পর

দীনু কাকুর চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। কিছু বলতে পারে না। সুমাইয়া প্রিয়াঙ্কাকে বুকে টেনে নিয়ে কিছু পরামর্শ দেয়। বলে,

---নতুন জীবনে যাচ্ছ। আত্মকেন্দ্রিক হবে না। সবাইকে নিয়ে চলবে। সব কিছুতে ধৈর্য্য ধরবে। আর সহনশীল হবে। তাহলে ওখানে তোমারও মর্যাদা বাড়বে।

---আর একটা কথা বলার ছিল কাকু। সুমাইয়া বলল।

---কী, বলো মা।

---জামাই পরের ছেলে। তারও মা-বাবা আছে। খুব বেশি কিছু আশা করবেন না তার কাছে। পূরণ করতে না পারলে তাতে কষ্ট পাবেন। কতদিন বাঁচবেন বলা যাবে না। তাই পেটের দায়ে কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে।

---তুই কী পাগল হয়ে গেলি মা। এই বয়সে...

---আপনার বয়সের অনেকেই টোটো চালিয়ে দু পয়সা রোজগার করছে কাকু। এখন রাস্তাঘাট আগের চেয়ে অনেক ভালো। আপনিও পারবেন। সাহস করুন। হারুন বলল।

---আমার কী আর সামর্থ্য আছে বাবা অত টাকায় একটা টোটো কেনার।

---সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না কাকু। আজকাল পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকায় ভালো মানের সেকেন্ড হ্যান্ড টোটো পাওয়া যাবে। দিব্যি দিনে দু-তিনশ টাকা আয়-রোজগার করতে পারবেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে জামাইকে দিয়ে খোঁজ রাখুন। পয়সার চিন্তা করবেন না। যা লাগে দেবো। বলে এক-পা, দু’-পা করে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় তারা।

দীনু সিংহ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে সে। তারপর বলতে থাকে, তোমরা আমাদের নিয়ে এতটাই ভাবো বাছাধনেরা। আশেপাশের কেউ তো খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয়না। অসহায় গরীব বলে আত্মীয়-স্বজনেরাও ভুলে গেছে।

---আমরা না ভাবলে আর কে ভাববে কাকু। জানেন তো আমার আব্বাকে। পাড়ার সবার খবর রাখতেন। অসহায় মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য সহায়তা করতেন। কোরআনের বাণী শুনিয়ে আমাদের নানান উপদেশ-পরামর্শ দিতেন। বলতেন, কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের আল্লাহতাআলা ভীষণ ভালোবাসেন। আমরা কী আব্বার দেওয়া শিক্ষাকে ভুলে যাবো?

---তা কেন হবে মা! আমি কী জানি না তোমার আব্বা কত ভালো মানুষ ছিলেন। এ তল্লাটে এমন মানুষ আর একটিও ছিল না। ওহ্, কত বড় দিল ছিল তার।

---এবার উঠব কাকু। আবার আসব। আলীনগর হয়ে আবার সন্ধ্যের মধ্যে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে কাল সকালেই ঘরে ফিরব। এমনই প্লান।

সুমাইয়া একথা বলতে বলতেই ছেলের হাত ধরে গাড়িতে উঠে গেল। হঠাৎ এসে হঠাৎই চলে যাওয়ায় দীনুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে গেল। অবোধ শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে ফেলল। কাঁধের ঝুলে থাকা গামছায় চোখ দুটি মুছতে থাকল। সুমাইয়া গাড়ির গ্লাস নামিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, যতদিন বেঁচে আছেন, বিশ্বাস রাখুন ঠিক আসব কিন্তু। কেউ নেই, কখনো ভাববেন না। ফোনে যোগাযোগ রাখব। আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

হারুন গাড়িতে স্টার্ট দিল। একরাশ ধূলিকণা উড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল আলীনগরের দিকে। কারো মুখে কোন ভাষা নেই। দীনু ও মাধবী অপলক নয়নে উদাস হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

সমাপ্ত

পাপান ও সেই লোকটি

গোপা সোম

অণুগল্প

পাপান এখন খুব ব্যস্ত। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। ছুটিতে বাড়ী এলেও একদমই সময় পায় না আর পাঁচটা বন্ধুর সাথে গল্প করার। পাপান এর আগে অনেক পরীক্ষা দিয়েছে, বেশীর ভাগ পরীক্ষাতেই পাপান প্রথম স্থানাধিকারী, সবার আগে। মেডিক্যালেও সবার সেরা পাপান। পাপান ওর সকল বন্ধুদের খুব প্রিয়। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, পাপানের কথা বার্তা, বন্ধুসুলভ আচরণের জন্য পাপানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে গেছে। পাপান হোস্টেল থেকে যখন বাড়ী আসে, তখন পাপানের হোস্টেলের বন্ধুদের খুব কষ্ট হয়, কতদিন দেখা হবে না ভেবে, আবার যখন পাপান ফিরে আসে হোস্টেলে, তখন সবাই পাপানকে কাছে পেয়ে চরম উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। এবার পাপান কয়দিনের ছুটিতে ঘরে এসেছে। পাপান সকালে টিফিন সেরে একটু বই নিয়ে বসেছে, তখন কলিং বেল বেজে উঠলো। পাপানের মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, পাপান দরজা খুলে দেয়। বাইরে থেকে একজন দুইহাত জোড় করে দরজা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। পাপান দরজা দিতেও পারে না। লোকটি নাছোড়বান্দা, তাকে কিছু টাকা দিতেই হবে। পাপানের মা এগিয়ে আসেন, বলেন, তুমি বললে তো, এক মাস পরে আসবে, এখনো তো মাস পড়ে নি। এখুন তোমায় কিছু পারবো না দিতে, লোকটি কথা শোনে না, যখন দেখল, বেগতিক, তখন বলে মা, তা হলে কুড়ি টাকা দিন, তাও যদি না হয়, দশ টাকা দিন। এই কিছুদিন আগে লোকটিকে পাপানের মা কি মনে মায়া হয়েছিল, একশো টাকা দিয়েছিল, একশো পেয়ে আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে লোকটি বলেছিল, মা, আর একশো দিন, দুশো টাকা দিলে আর এখন আসবো না, সামনের মাসে আবার আসবো। কিন্তু মাস শেষ না হতেই আবার হাজির। পাপান মনে মনে অবাক হয়, এ আবার কি উপদ্রব শুরু হলো!! এই তো কিছুদিন আগেও তো ও যখন এখানে পড়াশোনা করতো, তখন তো কেউ এমন কলিং বেল বাজিয়ে ভিক্ষে চাইতে আসে নি। এর মধ্যেই এমন যুগ পালটে গেলো, যে দরজায় নক করে ভিখিরী আসছে!! পাপান দেখলো লোকটি বেশ শক্ত সমর্থ, তাও খেটে খায় না, ভিক্ষে করে বেড়ায়। যাই হোক, সেদিনের মত, দশ টাকা দিয়ে ভাগানো গেছিল। পাপান লক্ষ্য করে, লোকটি আর কারোর বাড়ী গেল না, পাপানদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তড়িঘড়ি হাঁটা দিল। পাপান খুব অবাক হয়ে গেল। একদিন পাপান ওদের বাড়ী থেকে অনেক অনেক দূরে, রেল স্টেশনের পাশের কলোনীতে, একটা কাজ নিয়ে গেছিল, রাস্তায় দেখল, একজন নামাবলী গায়ে দিয়ে স্মার্টফোনে কি সব বলতে বলতে, হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। পাপান মনে মনে ভাবল, আজকাল সবারই হাতে স্মার্টফোন! ভালো করে দেখলো, হ্যাঁ, সেই লোকটিই তো। এ কি তবে পুরোহিত? লোকটি থাকেই বা কোথায়? পাপান ও লোকটির পিছু নিলো, কিছু দূর যেতে পাপান দেখলো, লোকটি এক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে পরে, ফোনে অপরপ্রান্তে থাকা কাকে যেন বলছে, আমি আপনার নাম্বার থেকে ফোন পে তে টাকা পেয়ে গেছি আজ সকালেই। আপনাদের বাড়ীর সবার নামেই মন্দিরে পূজো দিয়ে দেব। পাপান তো থ মেরে গেল সেদিন। আরো একদিন পাপান দেখলো, ওদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে, একটা জায়গায়, মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল, মাটি খুঁড়ছিলো অনেকে মিলে। অনেক জন কাজ করছিল, হঠাৎ একজন মাথা ঘুরে পড়ে যায়, সবাই মিলে ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে এনে, চোখে মুখে জলের ছিটে দেয়। সবাই কেমন ছোটাছুটি করছিল, পাপান এক দু পা এগিয়ে দেখল, অসুস্থ মানুষটিই আর কেউ নয়, সেই লোকটিই।

পাপান ঘরে এসে সব কথা ওর বাবা মাকে বলে। ওনারাও খুব বিস্মিত হন শুনে। একদিন, বাড়ী ফেরার পথে পাপান দেখে রাস্তায় খুব হট্টগোল, একটা পুলিশ ভ্যানে একজন আসামীকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলছে, আর আসামী কি সব বলে যাচ্ছে। পাপানের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, পাপান দেখে, সেই লোকটিই। লোকজন বলাবলি করছে, দিল্লীর তিহাড় জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। এখানে কোন এক আস্তানায় উঠেছে, আর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, এক এক বেশে। এর পর বহু দিন কেটে গেছে, পাপানেরও এম বি বি এস কমপ্লিট হয়ে গেছে, পাপান আশাতীত ভালো রেজাল্ট করেছে। এখন কিছু দিন ঘরে থেকে আবার সে কাজে ফিরে যাবে। একদিন সকালে চা এর কাপ হাতে নিয়ে, খবরের কাগজে একটা খবরের দিকে পাপানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়। পাপান এক রুদ্ধশ্বাসে ঘটনা টি পড়তে থাকে। ঘটনার হেডিং ছিল, আসামী অরুণ কুমার গাঙ্গুলী আত্মঘাতী। অরুণবাবু ছিলেন হরিয়ানার এক ব্যাঙ্কের এক পদস্থ অফিসার। ওই ব্যাঙ্কে এক ডাকাতিতে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, অরুণবাবুর বিরুদ্ধে। অরুণবাবু অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি নির্দোষ, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেন নি, তাঁকে জেল হাজতে পুরে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ হিসেবে, অরুণ বাবু খুব ভালো ছিলেন। সাংসারিক জীবনেও সংসারের সব দায়িত্ব তিনি পালন করতেন, সর্বোপরি এমন সৎ মানুষের বিরুদ্ধে কোনোদিন যে এইরকম অভিযোগ আসবে, এটা কারোর ভাবনাতেই আসে নি কোনোদিন। অরুণবাবু ওনার বাব-মা’র একমাত্র সন্তান। অরুণ বাবুর মা তাঁর জন্মের কিছুদিন পরেই দেহ রাখেন, অরুণ বাবুর মা এর আর কোন ভাই বোন ছিল না। অরুণবাবু বিয়ের পর সবাই মিলে কুলু মানালী যান, আর সেখানেই গাড়ী খাদে পড়ে গিয়ে, এক বড় দুর্ঘটনা থেকে অরুণ বাবু ও তাঁর স্ত্রী কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসেন। এবারে, অরুণবাবুর বাড়ীতে নিজের বলতে তাঁর স্ত্রী, ও এক মেয়ে। অরুণবাবুর আপনার বলতে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছেন, কিন্তু এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই। অরুণ বাবুর স্ত্রী এক কলেজের অধ্যাপনা করেন, আর মেয়ে এঞ্জিনীয়ারীং ফাইনাল ইয়ার। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় তাঁরাও ভীষণ মূহ্যমান। তাঁরা কোর্টে মামলা দায়ের করেন, এই বিশ্বাসে যে, কোনো না কোনো দিন, অরুণবাবু নির্দোষ প্রমাণিত হবেনই। অরুণ বাবুর স্ত্রী অনেকদিন থানা, আদালত এসে এসে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য অনেকের সাথে দেখা করেন, অনুনয় করেন, কিন্তু সবই বৃথা যায়, কেউই অরুণ বাবুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিতে পারেন নি। এদিকে, এত বড় মিথ্যে অভিযোগ ও নিদারুণ অপমান সহ্য করতে না পেরে অরুণবাবুরও একটা স্ট্রোক হয়ে যায়। কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীনতাও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর, একদিন জেলের দরজা আচমকা খোলা পেয়ে, অরুণবাবু বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং অনেক দূরে পালিয়ে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন, বাড়ী ফিরে যাবেন না তিনি, যে কয়দিন বাঁচবেন, মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, এভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি করেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!! অরুণবাবুর সন্ধান পুলিশ পেয়ে যায়, তাঁকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু কিছুদিন পরই, মামলা তে অরুণবাবুর জয় লাভ হয়, অরুণ বাবু নির্দোষ প্রমাণিত হয়। অরুণবাবুরই এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অরুণবাবুর নামে মিথ্যে অভিযোগ করে তাঁকে এতদিন জেল খাটান এবং নিজে দোষী হয়েও গা ঢাকা দেন। ঐ সহকর্মীকে পুলিশ এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ কথা রাষ্ট্র হয়ে যেতেই,অভিমানী অরুণবাবু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। অরুণবাবুর একটি ছবি খবরের কাগজে প্রকাশিতও হয়। পাপান ঐ ছবি দেখে আঁতকে ওঠে। পাপান দেখে সেই লোকটিরই ছবি।

বালি বধ

সৌমেন্দু লাহিড়ী

গুপ্ত হত্যা কেনো হল বালি ?
কেনো হল এই অনাচার!
গাছের আড়াল হতে শ্রীরাম কেনো
জীবন নিলেন বল তাঁর ?

বালির মতো মহাবীর ত্রেতা
যুগে খুব কম আছে আর,
লঙ্কেশ হতেও মহাবলী বালি,
প্রমাণিত হয় একবার।

তারাপতি ছিলেন মহা মহাবীর
বাহু বলে বলীয়ান,
তাই কি ভয়ে ভীত হয়ে রাম
আড়াল হতে তাঁর নিলে প্রাণ ?

রামের সাথে তো কোনো শত্রুতা
কোনোদিন হায় ছিল না তাঁর,
হুমকি তো রাম পারতেনই দিতে,
“বালি, সুগ্রীব সাথে কর
সদ্ব্যবহার।”

বীরের তো জানি এটিই ধর্ম,
প্রথমে হুমকি পরে ভেদ।
রাম দ্বারা বালি হত্যা পাঠক
কূলের মনে আনে খেদ।

বালি সুপুত্র অঙ্গদ কেনো
সীতাপতির দিল সাথ,
সেথা নিশ্চয় ছিল ছলাকলা,
“হয় ধর হাত নয় বরবাদ।”

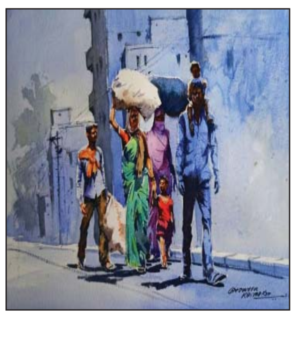

মন জানালা

সুমনা অধিকারী

আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবি
মেঘ ভেসে যাই জলছবি,
মুক্ত বাতাস উড়ছে পাখি
ভাঙছে হৃদয় ভিজছে আঁখি,
অন্ধকারে উঠবে রবি
খুলবে শিকল উড়ে যাবি,,
স্বপ্ন ভাঙা হৃদয় খানি
মুক্তি নেই বন্দি জানি।

ছড়া-ছড়ি

প্রস্থান

সুরাবুদ্দিন সেখ

প্রতিদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি
নীহারিকার মাঝে লুকিয়ে পড়েছো
খুঁজি আমি কোন্ তারাতে তুমি!
তুমি আমার সুখ পৃথিবী স্বর্গের মতো
তোমার শবদেহ কংক্রিট পাথর
আর ছায়াহীন প্রখর রোদে শক্ত হয়ে আছে
নিজেকে আকর্ষিত করি তোমার জন্য।
রব আমাকে দান করেছিলেন দুই পৃথিবী
তোমার প্রস্থানে আমি অসুখী!
হয়ত বা সাত সাগরের গর্ভস্থলে ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয়ে লুকিয়ে আছো।
তুমি ছিলে স্বচ্ছ পাথর যার আলোর আলোকছটায় আমার অমাবস্যা হৃদয়
চতুর্দশী রাত হয়ে যেত
সাধনায় আছো নীহারিকার কাছে,
সাধক হয়ে আবার আমার ঘুমশয্যার ঘর আলোকিত করবে
ঝিনুকের ভিতর থেকে এক অমূল্য মুক্তা হয়ে আবার ফিরবে আমার কাছে।

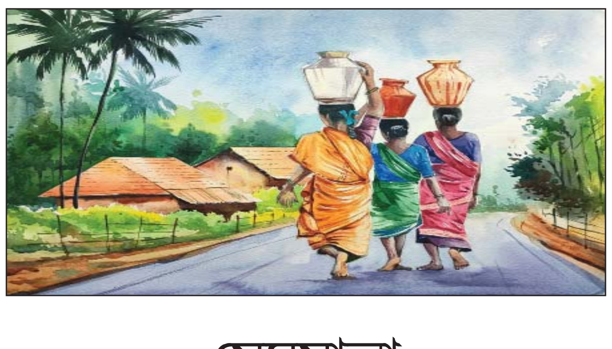

মেঘমালা

শারমিন নাহার

তোমার শহর জুড়ে যখন তাপদহন
চারিদিক হাহাকার -
অম্বরের বুকে মেঘমালা হই
অঝরে বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজিয়ে দেই
তোমার চৌচির শহর।
সুধালে কিসের এত টান?
কিসের এত মায়া?
একবার বলো না মেঘমালা?
জানিনা কিসের টান জানিনা কিসের মায়া,
জনমে জনমে হবো শুধুই পবিত্র ছায়া।

মা তুমি

বিজন বেপারী

যে মা আমায় জন্ম দিলো
করলো লালন পালন
সেই মা তোমায় কেমনে ভুলি
যতই করো শাসন।

তোমার ত্যাগে আলো দেখি
ঘুরছি জগৎ বিশ্ব
তুমি বিনে মরুভূমি
জীবনটা হয় নিঃস্ব।

পাই না স্বর্গ সুখ কোথাও
তোমার পরশ ছাড়া
তুমি আমার ঈশ্বর আল্লাহ্
চন্দ্র সূর্য তাঁরা।

তোমার কষ্ট চোখের জলে
মনটা ভরে দুখে
তোমার আশিষ মাথায় রাখি
তবেই থাকি সুখে।

জরা ব্যাধি শোকে তাপে
মা, মা বলে ডাকি
স্বার্থ খোঁজে সব মানুষে
দাও না তুমি ফাঁকি।

মায়ের মতো আলোর ভুবন
আর তো বুঝি নাই
দুঃসময়ে হাত বাড়ালে
তোমায় শুধু পাই।

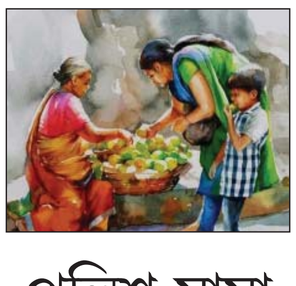

পুলিশ মামা

আসগার আলি মণ্ডল

একশ টাকা করলে চুরি
লকাপ মাঝে রাখে
কোটি টাকা করলে চুরি
বাবু বলে ডাকে।
ছিচকে চোর-এ করে চুরি
সামনে অভাব এলে
ভদ্র চোর-এ চুরি করে
সঠিক সময় পেলে।
ভদ্র চোরের মামা পুলিশ
তাই বলেনা কিছু
ছিচকে চোর-এ করলে চুরি
পুলিশ ছোটে পিছু।

ফুলহামকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে সিটি

আপনজন ডেস্ক: ফিল ফোডেন আরও একবার।
ম্যাচের ৫৯ মিনিট, ফুলহামের বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তবুও স্বস্তি নেই পেপ গার্দিওলার চোখেমুখে। লিগ শিরোপা ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলে কথা! কিছুটা নির্ভার হতে আরেকটা গোল প্রয়োজন ছিল সিটির।
গার্দিওলার জন্য সেই স্বস্তি নিয়ে আসেন ফোডেন। ম্যাচের ৫৯ মিনিটে ম্যাচের দ্বিতীয় ও নিজের প্রথম গোল করে দলের জয় অনেকটাই নিশ্চিত করেন।
ফোডেনের এই গোলটির বিশেষত্ব লিগে সর্বশেষ ১২ ম্যাচে এটি তাঁর ১২তম গোল। সব মিলিয়ে এটি চলতি মৌসুমে ২৫তম। সিটি পরে গোল পেয়েছে আরও দুটি। প্রথম গোলের মতো তৃতীয় গোলও এসেছে ডিফেন্ডার ইওস্কো গাভারদিওলের কাছ থেকে। আর চার নম্বর গোলটি পেনাল্টি থেকে করেন বদলি হিসেবে নামা হুলিয়ান আলভারেজ।
এপ্রিল মাস থেকে সিটির হয়ে ৫টি গোল করেছেন গাভারদিওল। এই সময়ে সিটির হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি গোল করেছেন মাত্র দুজন-ফোডেন (৭) ও হলান্ড (৭)। বোঝাই যাচ্ছে গোল করার অভ্যাসটি ভালোই তৈরি করছেন ডিফেন্ডার গাভারদিওল। ৪-০ গোলের জয়ে সিটি এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। ৩৬ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৮৫। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৮৩।
ফুলহামের মাঠে ক্রেভেন কটেজে সিটির শীর্ষে ওঠার ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে গার্দিওলার দল। গাভারদিওল ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন ১৩ মিনিটে। গোলটিতে সহায়তা কেভিন ডি ব্রুইনার। এটি এই মৌসুমে লিগে ডি ব্রুইনার নবম অ্যাসিস্ট। প্রথমার্ধজুড়েই ম্যাচে দাপট দেখিয়েছেন ডি ব্রুইনা। তিনি একাই প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেন ৪টি, যা দুই দলে বাকি সবার তৈরি করা গোলের সুযোগের চেয়ে একটি বেশি। প্রথমার্ধে সিটির গোলমুখে কোনো শটই নিতে পারেনি ফুলহাম। যা লিগে ঘরের মাঠে গত ৮ মৌসুমে দ্বিতীয়বার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৯ মিনিটে গোল করেই সিটির শীর্ষে ওঠা অনেকটা নিশ্চিত করেন ফোডেন। বের্নার্দো সিলভার সহায়তায় ডি বক্সে বল পেয়ে যান ফোডেন, ডান পায়ের শটে গোল করেন তিনি। পরের গোলটিতেও সহায়তা করেন সিলভা। তাঁর বাড়ানো বলে পা ছুঁইয়ে গোল করেন গাভারদিওল। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি পায় সিটি। হ্যাটট্রিকের সামনে থাকা গাভারদিওল নন, শটটি নেন বদলি হিসেবে নামা আলভারেজ। তাঁর গোলে সিটির ব্যবধান হয় ৪-০।
সিটির অধিনায়ক কাইল ওয়াকার অবশ্য গাভারদিওলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি পেনাল্টি নিতে চান কি না। গাভারদিওল না বলাতেই পেনাল্টিটি নেন আলভারেজ। অথচ গাভারদিওল পেনাল্টি নিয়ে গোল করতে পারলেই হয়ে যেতেন ইতিহাস। প্রিমিয়ার লিগে হ্যাটট্রিক করা ডিফেন্ডার হতেন তিনি।

হ্যাটট্রিকের যে তালিকায় মেসি-সুয়ারেজদের ওপরে রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে দারুণ ছন্দে আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৪১ ম্যাচে ৪২ গোল করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই গোলগুলো করার পথে রোনাল্ডো হ্যাটট্রিক করেছেন ৪টি। সব মিলিয়ে সৌদি আরবের এই ক্লাবের হয়ে রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকের সংখ্যা ৬। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে রোনাল্ডো কতটা অপ্রতিরোধ্য।
শুধু আল নাসরের হয়েই নয়, এই শতকের পুরোটাজুড়ে হ্যাটট্রিকে দাপট দেখিয়েছেন রোনাল্ডো। দেশ ও ক্লাব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিক ৬৬টি। যেখানে ক্লাবের হয়েই রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিক ৫৬টি। আর শীর্ষ ১০ লিগ বিবেচনা করলে ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাবে রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিক ৯৪৯ ম্যাচে ৫০টি, যা এই শতকে সর্বোচ্চ। শীর্ষ ১০ লিগে এই শতকে হ্যাটট্রিকে দ্বিতীয় স্থানে আছেন লিওনেল মেসি। সাবেক বার্সেলোনা তারকার হ্যাটট্রিকের সংখ্যা ৮৫৩ ম্যাচে ৪৮। রোনালদোর চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও মেসি কিন্তু ম্যাচও ১০৪টি কম খেলেছেন। মেসি অবশ্য বার্সেলোনার বাইরে আর কোনো ক্লাবের হয়ে হ্যাটট্রিকের দেখা পাননি। ক্লাবের হয়ে মেসি সর্বশেষ হ্যাটট্রিকের দেখা পেয়েছে ২০১৯-২০ মৌসুমে। এরপর পিএসজির হয়ে খেলে কোনো হ্যাটট্রিকের দেখা পাননি মেসি। এমনকি মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) দারুণ ছন্দে থাকলেও এখন পর্যন্ত হ্যাটট্রিক করা হয়নি বিশ্বকাপজয়ী এ আর্জেন্টাইন মহাতারকার।
হ্যাটট্রিকের এ তালিকায় রোনাল্ডো ও মেসির পরই আছেন সুয়ারেজ। শীর্ষ ১০ লিগে ৬৯৫ ম্যাচে সুয়ারেজের হ্যাটট্রিক ২৭টি। বর্তমানে শীর্ষ ১০ লিগে খেলছেন এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার ওপরে আছেন রবার্ট লেভানডফস্কি। ৬৫৩ ম্যাচে যার হ্যাটট্রিক ২৬টি। সমানের দিনগুলোয় সুয়ারজকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ আছে লেভার সামনে। এ তালিকায় ৫ নম্বরে আছেন কেইন। ৪৮৪ ম্যাচে যার হ্যাটট্রিক ১৭টি। বায়ার্নে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা কেইনের সামনে অবশ্য সুযোগ আছে সামনের দিনে লেভা-সুয়ারেজকে টেক্কা দেওয়ার।

আইপিএল: পন্থের ৩০ আর গিলের ২৪ লাখ টাকা জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে মন্থর ওভার রেটের দায়ে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ঋষভ পন্থ। পাশাপাশি ৩০ লাখ টাকা জরিমানাও দিতে হবে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ককে। একই ধরনের অপরাধে জরিমানা হয়েছে শুবমান গিলেরও। গুজরাট টাইটানস অধিনায়কের জরিমানা হয়েছে ২৪ লাখ টাকা।
এবারের আইপিএলে পন্থের দল তিনবার আর গিলের দল দুবার ওভার রেটে পিছিয়ে ছিল।
অধিনায়কদের পাশাপাশি দল দুটির খেলোয়াড়দেরও ১২ লাখ টাকা বা ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ হারে (দুটির মধ্যে যা কম) জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলে প্রতিটি দলকে ৮৫ মিনিটের মধ্যে ২০ ওভার বোলিং শেষ করতে হয়। কিন্তু ৭ মে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে বোলিং শেষ করতে ১১৭.৮২ মিনিট সময় নিয়েছিল দিল্লি। যা আইপিএল কোড অব কন্ডাক্টের ন্যূনতম ওভার রেট শর্তের লঙ্ঘন। এই ম্যাচের আগে আরও দুটি ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোলিং শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছিল দিল্লি। প্রথমবার মন্থর ওভার রেটের কারণে ১২ লাখ এবং দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা হয়ে থাকে। আর তৃতীয়বার ঘটলে ৩০ লাখ টাকার সঙ্গে অধিনায়ককে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়। যে কারণে আগামীকাল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলতে পারবেন না পন্থ।
বিসিসিআইয়ের সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ম্যাচ রেফারির দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। বোর্ডের ন্যায়পাল ভার্চ্যুয়াল শুনানি শেষে ম্যাচ রেফারির রায়কে বহাল ঘোষণা করেন।
শুক্রবার চেন্নাইয়ের কাছে গুজরাটের ৩৫ রানের জয়ের ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ে বোলিং শেষ করতে পারেনি গিলের দল। এর আগে ২৭ মার্চ চেন্নাইয়ের বিপক্ষে লিগের প্রথম ম্যাচেও ওভার রেটে পিছিয়ে ছিল গুজরাট। একই ঘটনা দুবার ঘটায় অধিনায়ক গিলকে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর দলটির অন্য খেলোয়াড়দের জরিমানা করা হয়েছে ৬ লাখ বা ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কম (যেটি কম)।

আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে বোলিং ও ফিল্ডিংকে দুষলেন রেকর্ড গড়া বাবর

আপনজন ডেস্ক: বাবর আজমের জন্য গতকালের আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি মিশ্র অনুভূতির। ব্যাট হাতে ছুঁয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ফিফটির রেকর্ড। অধিনায়ক হিসেবেও গড়েছেন নতুন কীর্তি। তবে পাকিস্তান আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে ৫ উইকেটে, যা আবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথমবার।
ডাবলিনে গতকাল আগে ব্যাট করে পাকিস্তানের তোলা ১৮২ রানের ভিত গড়ে দেন বাবর। করেন ৪৩ বলে ৫৭ রান। যেটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর ৩৮তম ফিফটি। তাঁর সমান ৩৮ ফিফটি আছে শুধু বিরাট কোহলির। তবে কোহলি (১০৯) বাবরের (১০৮) চেয়ে একটি ইনিংস বেশি খেলেছেন।
বাবর কাল আরেকটি রেকর্ড গড়েছেন, সেটা অবশ্য হয়েছে টস করার পরই।
অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে এখন সবচেয়ে বেশি ম্যাচ নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড বাবরের। গতকাল অধিনায়ক হিসেবে বাবরের ৭৭তম ম্যাচ ছিল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এর আগে সর্বোচ্চ ৭৬ ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড ছিল অ্যারন ফিঞ্চের দখলে। মহেন্দ্র সিং ধোনি, এউইন মরগান সমান ৭২ ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭১ ম্যাচে।

ম্যাচ জিতলে বাবর রেকর্ড গড়তেন আরও একটি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ৪৪টি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড বাবর ও উগান্ডার অধিনায়ক ব্রায়ান মাসাবার। কাল জয় পেলেই মাসাবাকে টপকে রেকর্ডটি একার করে নিতেন বাবর।
আয়ারল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিত হারে বাবর দুষছেন পাকিস্তানে বোলিং ও ফিল্ডিংকে। গত ম্যাচ শেষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, 'প্রথম ৬ ওভারে আমরা ভালো শুরু করিনি। পিচ অসম গতির ছিল, বাউন্স ছিল। আমার শুরুর ধাক্কা ভালোভাবে সামলে উঠেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ১৮২ রান তুলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় এই উইকেট ১৯০ রানের। কিন্তু আমি মনে করি, আমরা বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের কারণে হেরেছি। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি, ফিল্ডিংয়ে কয়েকটি বাজে মিস হয়েছে, যা আমাদের ক্ষতি করেছে।'
গতকাল বাবরের ৫৭ রান পাকিস্তানকে জেতাতে না পারলেও আইরিশদের হয়ে মূলত ম্যাচটিকে একাই টেনেছেন ৭৭ রান করা অ্যান্ড্রু বলবার্নি। টেক্টর, ডকরেলদের সঙ্গে ছোট ছোট জুটিতেই ১৮২ রান তাড়া করে পল স্টার্লিংয়ের দল। ২৪ বলে ৩৬ রান করেছেন টেক্টর, ডকরেল ১২ বলে ২৪। আর শেষ দিকে কার্টিস ক্যাম্ফার করেছেন ৭ বলে ১৫ রান।
সিরিজের পরবর্তী ম্যাচ আগামী রোববার।

অবশেষে অবসরের ঘোষণা অ্যান্ডারসনের

আপনজন ডেস্ক: কখন আর কোথায় থামবেন তিনি-জেমস অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছিল এমন আলোচনা। অবশেষে থামার ঘোষণাটা দিয়েই দিলেন ৪১ বছর বয়সী ইংলিশ ফাস্ট বোলার। টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি টেস্ট উইকেট নেওয়া পেসার জানিয়েছেন, এ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। সেই লর্ডস, যেখানে ২১ বছর আগে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর।
অ্যান্ডারসন আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বার্তায় ক্যারিয়ারে যতি আঁকার দিনক্ষণ জানান। পরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডও (ইসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করে আনুষ্ঠানিক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে।
এবারের গ্রীষ্মে শেষ টেস্ট খেলবেন অ্যান্ডারসন-এক দিন আগেই এমন খবর দিয়েছিল গার্ডিয়ান। ২০২৫-২৬ অ্যাশেজ সামনে রেখে পেস বিভাগ ঢেলে সাজাতে চাইছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট।

সেই চিন্তা থেকেই টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তাঁর বিদায় নিয়ে কথা বলেছেন বলে জানানো হয় খবরটিতে।
অ্যান্ডারসনের তাঁর আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় লিখেছেন, 'লর্ডসে গ্রীষ্মের প্রথম ম্যাচটিই আমার শেষ টেস্ট হতে যাচ্ছে।' হোক না, বয়স তাঁর ৪১ বছর। এখনো তো দারুণভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন। বোলিং করছেন পূর্ণ ছন্দে আর উইকেট পাচ্ছেন। তাহলে এখনই কেন বিদায় বলতে যাওয়া! অ্যান্ডারসন কারণটা জানিয়েছেন এভাবে, 'যে খেলাটা আমি শৈশব থেকে ভালোবাসতাম, সেটিতে অবিশ্বাস্য ২০টি বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি। ইংল্যান্ডের হয়ে মাঠে নামাটা আমি মিস করব। তবে আমি জানি, এখনই সরে যাওয়া এবং আমার মতো অন্যদেরও স্বপ্নপূরণের পথ করে দেওয়ার সঠিক সময়, যে অনুভূতির চেয়ে বড় কিছু হয় না।'
স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মা ছাড়া এত দূর পাড়ি দেওয়া যেত না উল্লেখ করে ক্যারিয়ারে যে সব খেলোয়াড় ও কোচকে পেয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন অ্যান্ডারসন।
২০০৩ সালে লর্ডসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে পা রাখেন ২১ বছর বয়সী পেসার। এর ছয় মাস আগে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা। অ্যান্ডারসন তাঁর ১৯৪ ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০১৫ বিশ্বকাপে। আর ২০০৯ সালে খেলেছেন ১৯ ম্যাচের টি টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বশেষটি।

কোপায় নেই, নেইমার ব্রাজিল দলে ফিরবেন কবে?

আপনজন ডেস্ক: চোটে না পড়লে তিনি ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা দলে থাকতেন, তা না বললেও চলে। টুর্নামেন্টটি মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের, সেখানে ব্রাজিল সর্বশেষ শিরোপা জিতেছে পাঁচ বছর আগে এবং সর্বশেষ ২০২১ কোপায় ব্রাজিলের 'হোম অব ফুটবল' মারাকানা থেকে ট্রফি নিয়ে গেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা।
নেইমার মাঠে থেকেই তা দেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এবার সেই খেদ মেটাবেন, নেইমারকে ঘিরে তেমনই আশা ছিল ব্রাজিল সমর্থকদের। কিন্তু গতকাল ঘোষিত ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা দলে জায়গা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের। নেইমার চাইলে ভাগ্যকেও দুষতে পারেন। ২০১৯ কোপা আমেরিকায়ও খেলতে পারেননি চোটের কারণে।
টুর্নামেন্টটি শুরুর আগমুহূর্তে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়েছিলেন। ব্রাজিল সেবার ট্রফি জিতলেও নেইমারের নামের পাশে কিন্তু মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই শিরোপা নেই। অথচ ব্রাজিলের জার্সিতে তাঁর অভিষেক ২০১০ সালে। ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাও (১২৯ ম্যাচে ৭৯ গোল) নেইমারই।
চাইলে আরেকটু এগিয়ে বলতে পারেন, ব্রাজিল জাতীয় দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ও নেইমার। কিন্তু এবারের কোপার দলের বাইরে থাকার পর খোদ ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমই প্রশ্ন তুলেছে, নেইমার ব্রাজিল দলে ফিরবেন তো? প্রশ্নটা শুনে অবাক হতে পারেন। নেহাত গুঞ্জন কিংবা গুজব তৈরির চেষ্টা-এমন মনে করে উড়িয়েও দিতে পারেন। তবে ক্রমাগত চোট, বিশ্বকাপ-ব্যর্থতা এবং ন্যায্য-অন্যায্য সমালোচনায় নেইমার নিজেই কিন্তু এর আগে ধৈর্য হারিয়েছেন। ২০২২ বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পর বলেছিলেন, 'জাতীয় দলের দরজা বন্ধ করছি না, তবে ফেরার নিশ্চয়তাও শতভাগ দিচ্ছি না।' নেইমার কিন্তু তারপর জাতীয় দলে ফিরেছেন। কিন্তু অলক্ষে মুচকি হাসি হেসেছে চোট। গত বছর ১৭ অক্টোবর ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুর এসিএল চোটে পড়েন নেইমার। অস্ত্রোপচার করিয়ে আর মাঠে ফিরতে পারেননি। গত বছর ডিসেম্বরে ব্রাজিল জাতীয় দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার কোপা আমেরিকায় নেইমারের খেলার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, এ বছর আগস্টে মাঠে ফিরতে পারেন তিনি। এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে নেইমার তাঁর ক্লাব আল হিলালে ফিরেও গেছেন, পুরোপুরি ফিটনেসে ফিরতে চেষ্টাও চালাচ্ছেন সেখানে। তবে ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিকেল টিমের বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' গতকাল জানিয়েছে, নেইমারের মাঠে ফিরতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লাগতে পারে। এ কথার অন্য অর্থ হলো, আল হিলাল তারকা ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। এ তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে-নেইমার এখন ৩২-এ পা রেখেছেন, ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াই করছেন। আর যে চোটে পড়বেন না, সেটাও নিশ্চিত নয়। ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে একাধিকবার চোট পেয়েছেন। বাঁ হাঁটুর চোট তাতে সর্বশেষ সংযোজন। অর্থাৎ মাঠে ফেরার পর নেইমারকে আরও বেশি সাবধান থাকতে হবে। এই সাবধানতা নিয়ে দলের জন্য কি নিজেকে শতভাগ নিংড়ে দেওয়া সম্ভব? সেটাও ব্রাজিলের মতো জাতীয় দলে? ওদিকে নেইমারের অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগ গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ব্রাজিল। দলে আছেন ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগোর মতো দুই উইঙ্গার। উঠে আসছেন এনদ্রিক ও ভিতর রকির মতো সম্ভাবনাময় দুই আক্রমণভাগের খেলোয়াড়। জাতীয় দলে দুজনেরই অভিষেক হয়ে গেছে। রকি কোপার দলে জায়গা না পেলেও কোচ দরিভাল জুনিয়রের বর্তমান দলে তাকালে আরও কয়েক মাস পর নেইমারের জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা আরও কঠিন মনে হয়। ব্রাজিল যদি এই দল নিয়েই কোপায় চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে ব্যাপারটা আরও জোরালো হয়ে উঠবে। পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে, তবে যে বলা হলো 'চোটে না পড়লে তিনি ব্রাজিল কোপা আমেরিকা দলে থাকতেন'-সেটির কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজেরই জানা। দরিভালের বর্তমান দলে ভিনি, রদ্রিগো, রাফিনিয়া, এনদ্রিক, লুকাস পাকেতার মতো খেলোয়াড় থাকলেও নেইমার কিন্তু একজনই। মানে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে কিংবদন্তিদের যে পাইপলাইন, সেখানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত নেইমারই সর্বশেষ সংযোজন। অন্যভাবে বললে, ফিট থাকলে ও ফুটবলে মনোযোগী হলে নেইমার যেকোনো কোচের 'অটোমেটিক চয়েস'। প্রশ্নটিও ঠিক এখানে। ফিটনেস? ফুটবলে মনোযোগ? নেইমার ফুটবলে ঠিক কতটা মনোযোগী, এই প্রশ্ন পুরোনো। শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগও নতুন নয়। চাইলে এ নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা লেখা যায়। কিন্তু সেটি কোনো কাজের কথা নয়। কাজের কথা হলো নেইমার চোটে থাকার সময়েই গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে সতর্ক করেছিলেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল, 'জাতীয় দলে তার যত অর্জন, সেসব বিচারেই (স্কোয়াডে) তার জায়গা আছে।

ওচোয়ার 'বিশ্বস্ত হাত' ছাড়াই কোপায় মেক্সিকো

আপনজন ডেস্ক: গিয়ের্মো ওচোয়া-নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশ্বকাপ। মেক্সিকোর গোলপোস্টে 'চীনের প্রাচীর' হয়ে বিশ্বকাপে অনেকের মন জয় করেছেন ওচোয়া। জুলাইয়ে ৩৯ বছর বয়সে পা রাখতে যাওয়া এই গোলকিপারকে দেখা যাবে কোপা আমেরিকায়। ২০ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার জন্য গতকাল নিজেদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মেক্সিকো। ওচোয়া, রাউল হিমিনেজ ও হারভিং লোজানোর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ছাড়াই কোপায় খেলবে মেক্সিকো।
২০০৫ সালে মেক্সিকো জাতীয় দলে অভিষিক্ত ওচোয়া জাতীয় দলের হয়ে ১৫০ ম্যাচ খেলেছেন। মেক্সিকোর জার্সিতে সর্বোচ্চসংখ্যক ম্যাচ খেলার তালিকায় তৃতীয় ইতালিয়ান ক্লাব সালেরনিতানার এই গোলকিপার। তবে গোলকিপার হিসেবে মেক্সিকোর হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ কেউ খেলেননি।
ফুলহামের ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড হিমিনেজ মেক্সিকোর হয়ে ১০৪ ম্যাচে ৩৩ গোল করেছেন। মেক্সিকোর হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ষষ্ঠ হিমিনেজ। পিএসভি উইঙ্গার লোজানো মেক্সিকোর হয়ে খেলেছেন ৭০ ম্যাচ। মোট ১০টি বিশ্বকাপ আসরে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এই তিন খেলোয়াড়ের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**